# মাতৃ-মন্ত্র

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স
-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ৯

প্রকাশক :
শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়
ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :
শ্রীঅবনীকুমার দাস
লক্ষ্মীশ্রী মুদ্রণ-শিল্প
৬৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৯

# কৈফিয়ত

দেশাত্মবোধক গান সংগ্রহ করা আমার একটা বহুদিনের অভ্যাস। যখনই যেটি পাইয়াছি তাহা বিভিন্ন কাগজে বা খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছি এবং তাহা যে একস্থানে নয়, তাহা বলা বাহুল্য। কোনও সময় গানের মাত্র দু-এক পঙ্‌ক্তি পাইয়াছি, বাকী অংশ আর কাহারও মনে নাই। উহাকে সম্পূর্ণ করিতে একাধিক লোকের নিকট বহু বার যাতায়াত করিতে হইয়াছে। রাজদ্রোহিতার অপবাদে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বহু সঙ্গীত ও কবিতার প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাঁহার যেটুকু স্মরণে ছিল তাহা টুক্‌রা টুক্‌রা সংগ্রহ করিয়া মালা গাঁথিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। এই সকল সঙ্গীতের মধ্যে এমন অনেক আছে যাহা অতি উচ্চস্তরের সাহিত্য। এই কারণে এ সকল লুপ্তপ্রায় সঙ্গীত ও কবিতা সংগ্রহের জন্য একটা আন্তরিক বিধিবদ্ধ চেষ্টা করা অত্যন্ত প্রয়োজন, কিন্তু সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে।

আমার নিকট যে-কয়েকটি "নিষিদ্ধ" কবিতা সংগৃহীত আছে তাহা স্বল্প-সংখ্যক ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের জানা ছিল। তাঁহারা সম্প্রতি উহা প্রকাশ করিবার জন্য তাগিদ দিতেছেন। অপর দিকে, লেখকের মতিগতি রুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছে; নিতান্ত 'সেকেলে' কবিতার আর কদর নাই; উপরন্তু ভারত স্বাধীন হওয়ায় ঐ সকল কবিতার অধিকাংশই 'অবান্তর' হইয়া পড়িয়াছে। আমি এ যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করিবার কারণ পাই নাই। তবে বিশ্বাস আছে যে ইহার অধিকাংশই একটা স্বাধীন জাতির পক্ষে কখনই মূল্যহীন হইতে পারে না। যে সকল গান একদিন দেশকে মাতাইয়াছে তাহা কখনই একেবারে "তুচ্ছ" হইবার যোগ্য নয়। বহু অমূল্য সঙ্গীত কবিতা নাটক লুপ্ত হইয়াছে। গদ্য সাহিত্যের ত কথাই নাই—'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকা আজ লুপ্ত। যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা কোথাও সুরক্ষিত না হইলে বঙ্গভঙ্গ এবং তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে দেশপ্রেম কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহার কথা ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীর নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া যায়।

'স্বদেশী যুগে' কয়েকখানি গানের বই প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা বাজেয়াপ্ত হয়। এখন এগুলি দুর্লভ। সাম্প্রতিককালে কয়েকখানি প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে সাধারণতঃ যাহা পাওয়া যায় না এরূপ কতকগুলি সে-যুগে রচিত অপূর্ব্ব গান ছিল ; তাহা "মাতৃ-মন্ত্র"-এ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কয়েকজন প্রসিদ্ধ রচয়িতার সঙ্গীত দেওয়া সম্ভব হইলে পুস্তক আরও সমৃদ্ধ হইত ; বহু চেষ্টা করিয়াও সে অভাব দূর করিতে পারা গেল না। তবে ইঁহাদের সঙ্গীত প্রায় সর্ব্বত্রই গীত হইতেছে স্নুতরাং সাধারণ বাঙ্গালীর সে-সকল গান হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

সকল ক্ষেত্রে গীতিকারদের নাম দেওয়া সম্ভব হয় নাই ; অনেক চেষ্টা করিয়াও নাম সংগ্রহ করিতে পারা গেল না। এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি নিতান্ত দুঃখিত।

দু-একটি ক্ষেত্রে যোগ্যপাত্র বা স্থান হইতে সময়াভাবে পূর্ব্ব অনুমতি না লইয়াই গীত ছাপিতে বাধ্য হইয়াছি। দেখিতে পাই তাঁহাদের অনুকম্পা সর্ব্বত্রই অকাতরে বর্ষিত হইয়া থাকে। সে কারণে এরূপ কবিতা মুদ্রিত করিবার সাহস পাইয়াছি। আমার কাতর প্রার্থনা যে ঐ কয়টি সঙ্গীত ও কবিতা রচয়িতাগণের স্বত্বের বর্ত্তমান অধিকারিগণ নিজগুণে আমার এ ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে মুদ্রিত হইয়াছে। এ সুযোগদানের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পুস্তকে সন্নিবেশিত কবিতার সকলগুলিই গীত হইবার উপযুক্ত নয়। সেগুলির কাব্যরস ও স্বাদেশিকতাগুণ আমাকে তাহাদের জন্য স্থান সঙ্কুলানে বাধ্য করিয়াছে।

সুনির্দ্দিষ্ট কোনও নিয়মে কবিতাগুলির বিভাগ করা সম্ভব হয় নাই, কারণ একই কবিতাতে বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। ভারত ও বঙ্গজননীর রূপ ও অতীত গৌরব, কর্ত্তব্যে প্রেরণা ও উদ্দীপনা, আত্ম-প্রস্তুতি ও আত্মাহুতি এবং শক্তির আবাহন,—যথাক্রমে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। শেষের দিকের কবিতাগুলি যে উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল বর্ত্তমানে উহার উপযোগিতা

নাই বলিলেও চলে। কিন্তু গত দিনের ইঙ্গিত বহন করে এবং ইহা উচ্চস্তরের সাহিত্য বলিয়া ইহার সংরক্ষণ ও প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হইয়াছে।

বাঙ্গলা ভাষা বানান সমস্যার ভিতর দিয়া চলিতেছে, তাহার সমাধান সময়-সাপেক্ষ। পুস্তকের মধ্যে সেই অসুবিধার ছাপ ঘোর অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাখিয়া দিতে হইল।

পাঠকগণের নিকট নানা দোষ ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং যাঁহারা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এতকাল যাহা আমার বুকের মধ্যে পোষা ছিল তাহা সাধারণের নিকট ধরিয়া দিবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

শিক্ষা নিকেতন,<br>
কলানবগ্রাম, বর্দ্ধমান।<br>
১০ ডিসেম্বর, ১৯৬২

**কালীচরণ ঘোষ**

# মাতৃ-মন্ত্র

( কালীচরণ ঘোষ )

বিদেশীর কবল হইতে সমগ্র ( অখণ্ড ) ভারতকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিবার সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা ইংরাজশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর আরম্ভ হইয়াছে। কোথায় কোনও এক সামন্তরাষ্ট্র শক্তি সঞ্চয় করিয়া মুসলমান বাদশাহকে বিপর্য্যস্ত করিয়া মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে ; কোথাও কোথাও বা আংশিক কৃতকার্য্য হইয়াছে। এক্ষেত্রে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের "এক ধর্ম্মরাজ্য পাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি' একটা বিরাট প্রয়াস সকল প্রচেষ্টার শীর্ষে স্থান করিয়াছে। যখন মুসলমান সাম্রাজ্য ভারতে আয়তনে বিশালতম সেই সময়ে মহারাষ্ট্র যে কেবল তাহার সঙ্কোচ সাধনে সমর্থ হইয়াছে তাহা নহে, মুসলমান সাম্রাজ্যের পতনের গতি দ্রুত এবং পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে।

কালক্রমে পলাশীর প্রাঙ্গনে ইংরাজ বাঙ্গলার বক্ষে ভবিষ্যৎ ভারত সাম্রাজ্যের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিয়া লইল। সে কালের বাঙ্গলা তাহা স্বচ্ছন্দচিত্তে ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানিয়া লয় নাই। ইংরাজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিরকাশিম বুঝিয়াছিলেন ইংরেজকে দূর করিতে না পারিলে ভারতের সমূহ বিপদ। মিরকাশিমের বিদ্রোহের ন্যায় আরও বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছে, নিষ্ফলও হইয়াছে ; কিন্তু নিতান্ত নিশ্চিন্ত মনে ইংরাজ আপনার সাম্রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হয় নাই।

পলাশীর একশত বৎসর পর ১৮৫৭ সালে সিপাহী যুদ্ধ ইংরাজ রাজশক্তিকে সর্ব্ব প্রথম প্রচণ্ড আঘাত করে। নিজ নিজ স্বার্থ, অপমানের প্রতিশোধ, লুপ্ত-রাজ্য উদ্ধার, বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ, 'অনাচারী' ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা কারণে ইংরাজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান আরম্ভ হইলেও ক্রমে তাহা একমুখী হইয়া ইংরাজকে বিতাড়িত করিবার আকার ধারণ করে। ভারতকে বিদেশী শাসন মুক্ত করিবার ইহাই প্রথম ব্যাপক ও বিরাট প্রচেষ্টা।

এ পরীক্ষায় ইংরাজ কূটবুদ্ধি ও উন্নততর অস্ত্রশক্তির প্রভাবে উত্তীর্ণ হইয়া সারা ভারতে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন সময়ে আপনার শাসনক্ষমতা দৃঢ় করিয়া আসমুদ্রহিমাচল ভারতের একেশ্বর নিরঙ্কুশ আধিপত্য কায়েম করিয়া বসে।

কোথাও সামান্য বিক্ষোভের সূচনা বা লক্ষণ নির্ম্মমভাবে দমন করিয়া ইংরাজ নির্ব্বিবাদে নির্ব্বিচারে যুগপৎ শাসন ও শোষণ-কার্য্য অবিচলিতভাবে চালাইয়াছে। সামান্য বাচনিক প্রতিবাদ অতি সূক্ষ্ম সংশয়ের চক্ষে দেখিয়াছে এবং আইনের নামে, শান্তি শৃঙ্খলার নামে তাহা লোপ করিয়াছে।

দেশের চিন্তানায়কগণের পক্ষে বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় নাই। কেহ কেহ ভারতকে আত্মবিস্মৃতির কবল হইতে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। রামমোহন রায় দেশের মধ্যে জাতীয় চেতনা, আত্মসম্মান জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ভারতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিদেশীর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানাইতে শিক্ষা দিয়াছেন। ইহা তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিলেন।

## পরাধীনতার ব্যথা

ক্রমেই ভারতবাসী সুযোগ, স্বার্থ, সম্মান, সখ্য, সমতা এবং শাসন যন্ত্রের অংশ লাভের জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পরাধীন অবস্থায় জীবনধারণ যে নরকবাসের সহিত সমতুল এবং "ক্ষণেকের স্বাধীনতা"য় স্বর্গসুখের আস্বাদ পাওয়া যায়, তাহা দেশবাসীকে বুঝাইলেন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনও সিপাহী যুদ্ধের অগ্নি সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই ; তিনি বলিলেন (১৮৫৮)

"সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে—
বাহুবল তার,
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে—
দেশের উদ্ধার।
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে—
চল ত্বরা যাই,
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে—
তুল্য তার নাই।"

রঙ্গলাল কাব্য সাহিত্যে যে ভাবধারা প্রকাশ করিয়া গেলেন তাহা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রকাশ পাইতে থাকে। এই সময় হইতে দেশের প্রতি আত্মিক যোগ সংস্থাপনের জন্য রাজনৈতিক সমিতি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর মধ্যে একত্বের চেতনা জাগরূক হইয়াছে।

## দেশ প্রেম

দেশের প্রতি প্রেম উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ক্রমেই কবিতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দেশবাসীকে বলিলেন,

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥"

মাইকেল বলিলেন,—

"............গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা।"

বলিষ্ঠ স্বাদেশিকতা ক্রমেই ভারতীয় কবি চিন্তানায়কগণের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। গদ্যসাহিত্য নানাভাবে দেশপ্রেম প্রচার করিয়াছে কিন্তু তাহার মধ্যে রাজপুরুষদের বিরক্তি বা ক্রোধ উৎপাদন করিবার লক্ষণ ছিল না।

কবিতা সঙ্গীত মানুষের চিত্তকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিতে সমর্থ। পাঠের পক্ষে গদ্যও বিশেষ উপযোগী। কোনও কোনও বিশেষ স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কয়েক পঙ্ক্তি মনে রাখা সম্ভব, কিন্তু তাহার আবৃত্তি সে-ভাবে মনকে স্পর্শ করে না, যেমন করে কবিতা গান প্রভৃতি। স্মরণে রাখিবার পক্ষে পদ্যের নিকট গদ্যের স্থান অনেক নিম্নে। পদ্য আবৃত্তি করা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ এবং লোকে পথ চলিতে চলিতেও গান করিয়া আনন্দ পায় এবং দান করে। মনকে মাতাইয়া তুলিবার পক্ষে কবিতা ও গানের শক্তি অমোঘ।

এই যুগের কবিগণ স্বদেশ-প্রেমের গভীর পরিচয় দিয়াছেন। একটি গান তখন প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে এবং সভাসমিতি আলোচনার মধ্যে স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

মিলে সব ভারত সন্তান
এক তান মনঃ প্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?

ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শতখনি রতনের নিধান।
হোক্ ভারতের জয়
জয় ভারতের জয়
গাও ভারতের জয়
কি ভয়, কি ভয়
গাও ভারতের জয়
রূপবতী সাধ্বীসতী ভারত-ললনা ;
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত-ললনা।
হোক্ ভারতের জয়, ইত্যাদি।

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ
বিশ্বামিত্র ভৃগুতপোধন।
বাল্মিকী বেদব্যাস ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত-ভূষণ—
হোক্ ভারতের জয়, ইত্যাদি।

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।
হোক্ ভারতের জয়, ইত্যাদি—

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথ্বীরাজ আদি বীরগণ?
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক্ ভারতের জয়, ইত্যাদি।

কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়
যতোধর্ম্মস্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
হোক্ ভারতের জয়, ইত্যাদি।

রাজনারায়ণ বসু তাঁহার "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" গ্রন্থের পরিসমাপ্তিকালে লেখেন, "আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নব যৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দু জাতির কীর্তি হিন্দু জাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপন করিতেছি।

মিলে সব ভারত সন্তান……
ইত্যাদি"

বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন"-এ ইহার সমালোচনাকালে মন্তব্য করেন: "রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বৃষ্টি হউক! এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক! গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্ম্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক! পূর্ব্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক! এই বিংশতি

কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!" প্রচলিত মতে গানটি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত।

চৈত্র মেলার প্রায় প্রতি অধিবেশনের প্রারম্ভে এই সঙ্গীত সমবেতভাবে গীত হইত। আজও ইহা তেমনি সরস, তেমনি প্রাণস্পর্শী; ইহা বাঙ্গালীর চিত্তে, বাঙ্গলা সাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে।

## আক্ষেপ

মাইকেল মধুসূদন দত্তর "মেঘনাদ বধ"কাব্য রামায়ণী কথার পরিপ্রেক্ষিতে দেশাত্মবোধের অতুলনীয় পরিচয়। পরাধীনতার ব্যথা তাঁহাকে বিশেষ ক্লেশ দিয়াছে। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন—

"আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ কুখ্যাত জগতে—
পরাধীন হা বিধাতঃ! আবদ্ধ শৃঙ্খলে;"

কবি নবীনচন্দ্র সেন দেশের পরাধীনতার গ্লানি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া ভারতবাসীর আচরণে তাহাদের "আর্য্য"-নাম গ্রহণে অধিকার নাই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

ইতিহাস ভারতবর্ষকে 'আর্য্যভূমি' এবং ভারতবাসীকে "আর্য্য" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। তিনি সখেদে প্রশ্ন করিতেছেন,

"তব ইতিহাসে কয়,
এই সেই আর্য্যালয়,
আমরা সে বীর্য্যবান আর্য্যের কুমার,
চন্দ্রসূর্য্যবংশে এই জোনাকী-সঞ্চার?"

ইহা সেই আর্য্যাবর্ত্ত "কুরুক্ষেত্র মহারণ হ'ল যথা সংঘটন" কখনই নহে। কারণ—

"ছিল যেই পুণ্যভূমি,
অনন্ত ঐশ্বর্য্যখনি,—প্রাচুর্য্য ভাণ্ডার;
যাহার মলয়ানিলে
যাহার জাহ্নবীজলে,
বহিত, ভাসিত, চির আনন্দ-অপার,
আজি তথা দুর্ভিক্ষের ধ্বনি হাহাকার!

"এই নহে আর্য্যাবর্ত্ত
আমরাও নহি সেই আর্য্যের কুমার ;
তাহাদের বীর্য্যবল,
ছিল যেন দাবানল,
পৃষ্ঠে তূণ, করে ধনুঃ, কক্ষে তরবার,
আমাদের—অশ্রুজল ভিক্ষামাত্র সার।"

বিধাতার কাছে কোনও অজ্ঞানকৃত পাপের ফলস্বরূপ, আমরা

"* * *
তেজোহীন, বীর্য্যহীন,
ততোধিক পরাধীন ;"

এবং "করে ভিক্ষাপাত্র, কণ্ঠে দাসত্ব শৃঙ্খল।"

এ দেশপ্রেমের ধারা সমানে চলিয়াছে ; বরং আরও বলিষ্ঠ আকারে দেখা দিয়াছে। যাহা আসিয়াছে তাহা সমস্ত বাঙ্গালী পাঠক গোষ্ঠীকে বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ করিয়াছে। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত-সঙ্গীত লিখিয়া (১৮৭০) সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়েন এবং তাঁহার বক্তব্য মারাঠী যুবকের মুখে তুলিয়া দিয়া রক্ষা পান ; কিন্তু দেশভক্ত যুবকবৃন্দ তাহা সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল। দেশ স্বাধীন হইবার পথে বিঘ্ন এবং তাহা অপসারণের পথ বলিষ্ঠ ভাষায় উচ্চারিত হইল।

ভারতের পরাধীন অবস্থার জন্য তিনি দেশবাসীকে ভর্ৎসনা করিলেন :

"ধিক্ হিন্দুকুলে ! বীরধর্ম্ম ভুলে,
আত্মঅভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রুকরতলে,
সোনার ভারত করিতে ছার !
হীনবীর্য্যসম হ'য়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরী-পদধূলি,
হ্যাদে দেখ ধায় মহাকুতূহলী
ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার।"

মৃতপ্রায় জাতিকে কষাঘাতে তিনি জর্জ্জরিত করিয়া মোহভঙ্গের প্রয়াস পাইয়াছেন:

"এখন(ও) জাগিয়া উঠরে সবে,
এখন(ও) সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবিকরসম দ্বিগুণ প্রভাবে,
ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে।
"একবার শুধু জাতি ভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা ধ্বজা।'

কি উপায়?

ক্লৈব্য এবং পুরাকালের পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে,—

"জপ তপ আর যোগ আরাধনা,
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চ্চনা"-র

দিন গিয়াছে; বাঞ্ছিত ফললাভের আশা নাই, অতএব "তূণীর কৃপাণে কর্ রে পূজা।"

একস্থানে বসিয়া সভাসমিতি করিয়া, কোনও এক বাঁধাধরা পদ্ধতিতে উদ্ধারলাভ সম্ভব নহে। সুতরাং—

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে,
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।
তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বীসহ সমকক্ষ হ'তে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও!"

যখন তপস্যার বলে অমরগণ ভক্ত রণস্থলে আসিয়া সংগ্রাম করিতেন,

অবলীলাক্রমে কার্য্যসিদ্ধি হইত, সে দিন অপগত হইয়াছে; দেব-আরাধনে আর ভারত-উদ্ধার সম্ভব নয়, অতএব

"..............খোল্ তরবার
এ সব দৈত্য নহে তেমন।
অস্ত্র-পরাক্রমে হও বিশারদ,
রণ-রঙ্গ-রসে হও রে উন্মদ,
তবে সে বাঁচিবে ঘুচিবে বিপদ
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।"

যখন হেমচন্দ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন দিব্যদৃষ্টিতে ভারতের আগামী সংগ্রামের আভাষ দিতেছেন তখন ভারতের অন্তর আপনার মন্ত্র সৃষ্টি করিতে ধ্যানে বসিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৫ সাল নাগাদ "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র রচনা করিলেন।

## মন্ত্র-দ্রষ্টা

মহাপুরুষদের মতে মন্ত্র কেবল অক্ষর বা শব্দ সমষ্টি নয়; তাহার পর ইহার যে অদৃশ্য শক্তি আছে তাহা হৃদয় স্পর্শ করে, অতীন্দ্রিয় লোককে অনুভূতিসাধ্য করিয়া তোলে। শব্দ বা বাক্য আধার মাত্র। সমস্ত বেদ ও উপনিষদের মন্ত্র ইহার উদাহরণ। অনেক সময় অর্থবোধও দুঃসাধ্য। কিন্তু শক্তিতে ইহা অমোঘ; শোনা যায়, ইহা বিধির আসন টলাইতেও সমর্থ।

সামান্য দুটি কথা "বন্দে মাতরম্"—'মা! আমি তোমার বন্দনা করি, যশোগান করি, পূজা করি।' স্থূল শব্দগত অর্থ ইহা ছাড়া ত আর কিছুই নয়। পরিপূর্ণ হৃদয়ে নিজ বাহ্যিক সত্তা বিলুপ্ত করিয়া মাতৃভক্ত সন্তান বলিলেন, "বন্দে মাতরম্" আর "সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিগ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল।" ভক্ত চিনিলেন, "এই আমার জন্মভূমি···অনন্তরত্ন-ভূষিতা···রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত; পদতলে শত্রুবিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত।"

ভক্ত আশা করিতেছেন ইহার পর সাধনা পূর্ণ হইলে সিদ্ধি আসিবেই। তখন দেখা যাইবে "দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণধারিণী শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্য রূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয় কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ—" সেই কালস্রোতে দেখিলেন "সুবর্ণ-ময়ী বঙ্গপ্রতিমা।"

তখন ভক্ত ডাকিতেছেন, অন্তরের নিবিড় কন্দর হইতে স্বর উঠিতেছে, 'সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে, আমার সর্ব্বার্থ সাধিকে! অসংখ্যসন্তানকুলপালিকে! ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ, দুঃখদায়িকে।……এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি! নববলধারিণি নবদর্পেদর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি! এসো মা গৃহে এসো'—ছয় কোটি সন্তান একত্রে, এক কালে, দ্বাদশ কোটি কর জোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব, 'মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি, ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্ক শোভিনি! নগেন্দ্রবালিকে! শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভাসিকে!: শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি! অনন্তশ্রী অনন্তকাল-স্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি!' তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা! এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব,—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব।

## "বন্দে মাতরম্"

"বন্দে মাতরম্" ১৮৮২ সালে আনন্দমঠে প্রকাশিত হইয়াছিল। দেশ সঙ্গে সঙ্গে এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে। দেশমাতৃকার অপরূপশ্রীমণ্ডিত ও দশপ্রহরণ-ধারিণী মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে।

প্রকাশের পর হইতেই "বন্দে মাতরম্" জাতীয় মহাসঙ্গীতের স্থান করিয়া লইল। "সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং" সঙ্গীতের সুর আকাশ বাতাস ভরিয়া দিয়াছিল। ইহার পর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে আবার দেশপ্রেমের সঙ্গীত আসিয়া মানুষের মন দখল করিতে আরম্ভ করিল।

সাহিত্যে উত্তেজনার ভাব ধীর মন্থর হইয়াছে এমন সময় আসিল ১৯০৫ সালে

অক্টোবর মাসে বঙ্গবিভাগ। দেশ শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে, জিঘাংসায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ভাবের বন্যা দুকূল ছাপাইয়া ভাসাইয়া লইয়া চলিল। প্রকৃতপক্ষে "স্বদেশী যুগ" অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের পর হইতে তিন বৎসরের মধ্যে অজস্র কাব্য, কবিতা, নাটক লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। গদ্য সাহিত্য একেবারে জল-প্রপাতের মত গিরিচূড়া লঙ্ঘন করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা' ও এই শ্রেণীর পত্রিকার প্রবন্ধ দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। অজস্র পত্র, পত্রিকা, পুস্তক, পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে রাজদ্রোহের অজুহাতে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। দলে দলে সম্পাদক, লেখক, বক্তার দল কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

দেশাত্মবোধক কবিতা-লেখকের যে সমাবেশ একালে ঘটিয়াছিল তাহা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। বঙ্গভঙ্গ হেতু যে উন্মাদনা উত্তেজনা সৃষ্ট হইয়াছিল সেরূপ গুরু কারণ তৎপূর্ব্বে ঘটে নাই বলিয়া পূর্ব্বে এত কাব্য কবিতা নাটকের আবির্ভাব সম্ভব হয় নাই। যে বিরাট সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল আজ আর তাহার একটা বড় অংশ উদ্ধার করিবার সম্ভাবনা নাই।

## মাতৃ-মূর্ত্তি

বঙ্গভঙ্গের পর যে সকল ভাব বাঙ্গালী মনে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কাব্য কবিতায় তাহা রূপ গ্রহণ করিয়াছে। দেশমাতৃকার রূপেরই কত ভাবে কত বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে; অপগত গৌরবকাহিনী ব্যথার সুরে ফুটিয়াছে।

মায়ের রূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতার তুলনা কেবল এ দেশে কেন, সকল দেশ, যাহারা আত্মসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিয়াছে, শত্রুকবল হইতে মুক্ত হইবার প্রয়াস পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও নাই। তাহার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল, কাব্যবিশারদ, বিজয়চন্দ্র, কামিনীকুমার, রজনীকান্ত, অতুল প্রসাদ, কাজি নজরুল ইসলাম, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি খ্যাত অখ্যাত বহু কবি আছেন।

রবীন্দ্রনাথের দেশ "ভুবনমনোমোহিনী জনকজননী-জননী"; বাংলার "আকাশ বাতাস" কবির "প্রাণে বাজায় বাঁশী"।

মায়ের কী অপরূপ রূপ—

"ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁ-হাত করে শঙ্কা হরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাট নেত্র আগুন-বরণ।

*    *    *    *

মুক্ত-কেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি ;
আঁচল ঝলে আকাশ তলে
রৌদ্র বরণী।"

এই 'মা' সরলা দেবীর নিকট……,

"………বিদ্যা মুকুট-ধারিণী,
বর পুত্রের তপ-অর্জ্জিত গৌরব-মণি-মালিনী
কোটি সন্তান আঁখি-তর্পণ-হৃদি-আনন্দ-কারিণী।"

চিত্তরঞ্জন মায়ের রূপ দেখিয়া উদ্বেলিত চিত্তে গাহিলেন :

আমার এই শ্যামধরণী
ক'র্‌ল কে গো মন হরণী—
আমার এই ফুলগুলিরে
সকাল বেলায় কে ফুটাল ?
কে ফুটাল ?
সে যে আমার দেশের আলো, দেশের আলো,
দেশের আলো।"

অতুল প্রসাদের নিকট :

"আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী
ঘেরি তিন দিক নাচিছে লহরী,
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী
এখনও অমৃত-বাহিনী।"

অজ্ঞাত কবি দেখিতেছেন

"শ্যামল তোমার তৃণের দলে
রাজমহলার গাল্‌চে পাতা
মাথার ওপর চিকণ চামর—
দুলায় সবুজ গাছের পাতা ;
নহ্‌বতের চেয়েও তোমার
গায় যে পাখী মনোরম"

এমন দেবীকে বারে বারে প্রণাম করিয়াও তৃপ্তি লাভ হয় না।

অপর একজনের মনে অতীতের চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছে :

"যুগযুগান্তর তব তপোবনপর
কতহি ধরম বাখান
বিমল কম্পে উঠত নিতুহা
গভীর ওঙ্কার তান।"

দ্বিজেন্দ্রলালের চিত্তে যে দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল তাহা সমস্ত বাঙ্গালীর মানস চক্ষে অপরূপ রূপে প্রকাশ পাইয়াছে :

"শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট
সাগর উর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা…"

বরদাচরণ দেখিতেছেন

"সূর্য্য-খচিত অতুল-আস্য
নিরাশা-ধ্বান্ত বিনাশী হাস্য
রাতুল চরণ দেব উপাস্য
সিংহ-পৃষ্ঠে অটল স্থির।
কিরীট-দীপ্ত-ক্ষুব্ধ গগনে,
দ্রুত বিদ্যুৎ স্ফুরিছে সঘনে,
যেন বা বহ্নি-জলধি মথনে
জন্ম হতেছে জয়শ্রীর।"

প্রমথনাথ অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে লিখিলেন

"সুদূর নীলাম্বর প্রান্ত সঙ্গে
নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে
চুমি, পদধূলি বহে নদীগুলি
রূপসী শ্রেয়সী হিতকারিণী।"

যোগীন্দ্রনাথ ভারতের গুণে বিভোর। দেশের আবাল বৃদ্ধ-বনিতাকে ভারতের মানচিত্র খুলিয়া দেখাইতেছেন :

"………ভারত-ভূমির
প্রতি গিরি, প্রতি নদী, প্রতি জনপদ
পুণ্যময় মহাতীর্থ ; আছে বিমিশ্রিত
প্রতি রেণু মাঝে এর, প্রতি জলকণে
সাধুর পবিত্র অস্থি, সতীর শোণিত।"

কবির সহিত প্রাণ মাতিয়া উঠে যখন মনে পড়ে মায়ের

"……সলিলে মন্দাকিনী ঢলে,
অনিলে মলয় সদা বহমান।
নন্দন কাননে কিবা শোভা ছার,
বনরাজিকান্তি অতুল তাহার,
ফল শস্য তার শোভার আধার,
স্বর্গ হ'তে সে যে মহা গরীয়ান্।"

কাজী নজরুল ইসলামের চক্ষে

"রূপের আলোয় আকাশ বাতাস
ভ'রে গেল শ্যাম-বনানী।"

আবার

"গন্ধে আকুল শেফালিকা
বকুল মুকুল করছে নতি
নীপের বনে গোল বেধেছে
হ'চ্ছে মা তোর পুষ্পারতি।"

সত্যেন্দ্রনাথ মন মাতানো সঙ্গীতে প্রকাশ করিলেন,—

"কোন দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন দেশেতে চলতে গেলেই—
দলতে হয় রে দুর্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,
সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাঙলা দেশ
আমাদেরি বাঙলা রে !

কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা,—
ফিঙে নাচে গাছে গাছে ?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে—
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাঙলা দেশ
আমাদেরি বাঙলা রে।"

আরও শত শত কবি এইভাবে মায়ের বন্দনা করিয়াছেন। ইহাতে ভারতের দুর্দ্দশায় চিত্র তীব্রতর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

## ব্যথা

মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং অপরাপর কবি ভারতের পরাধীনতা এবং অপগত যশঃ সমৃদ্ধির জন্য নানাভাবে ব্যথার গাথা গাহিয়াছেন। আরও বহু কবি আছেন যাঁহারা সেই পথে চলিয়াছেন—

"শিশু জগতের মায়ের মতন
তুমি মা প্রথম করিলে পালন
আজি মা গো তোরই সন্তানগণ
কাঁদিছে দৈন্য লাজে।"

কবির অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

নবীনচন্দ্রের ব্যথা, এত ঐশ্বর্য্যশালিনী না হইলে ভারতের এ দুর্দ্দশা, হয় ত, হইত না। বিদেশীর মনে লোভের পরিবর্ত্তে উপেক্ষা স্থান অধিকার করিত।

"হায়! মা ভারতভূমি! বিদরে হৃদয়,
কেন স্বর্ণপ্রসূ বিধি করিল তোমারে?
কেন মধুচক্র বিধি ক'রে সুধাময়
পরাণে বধিতে হায়! মধুমক্ষিকারে?"

ইউরোপীয় নব্য জাতি সকল

"প্রকাশি' অসীম বল শাসিছে জলধিতল
শিরে কোহিনূর বাঁধা মদগর্ব্বে মাতিয়া"

তাহারই পার্শ্বে আজ ভারতের অবস্থা বিচার করিয়া হেমচন্দ্র মর্ম্মাহত। ক্ষোভে বলিতেছেন—

"হতভাগ্য হিন্দুজাতি!—শোভে কি নক্ষত্র-ভাতি
উন্নত গগন 'পরে ধরাতল ভাতিয়া।

কবির মনে বড় সাধ ছিল "ভারত (ও) ওদেরি সনে, চলিবে উজলি মহী, করে কর বাঁধিয়া।" সে আশা পূর্ণ হইবার আর সম্ভাবনা নাই। একে একে সকল স্বাধীন রাজন্যবর্গ বিদেশী শক্তির নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। তখন

"আয় মা জননি আয় ল'য়ে তোর মৃতকায়
মিটাই মনের সাধ মনে মনে কাঁদিয়া।

সাধু শিবনাথ ভারতবাসীর দুর্দ্দশা দেখিয়া বিচলিত:

"কার কথা ভাবি কোন্ দিক দেখি,
সব অন্ধকার যে দিকে নিরখি!
কোটি কোটি লোক অজ্ঞান আঁধারে
চিরমগ্ন, যেন আছে কারাগারে;
দারিদ্র্য ভাবনা অসহ্য যাতনা,
শোণিত শুষিছে তাদের সংসারে,
নির্ব্বাক্ হইয়া কাঁদে পরস্পরে।

দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবিয়া আকুল,

"নাহি ভবভূতি ব্যাস, নাহি কবি কালিদাস,

*        *        *        *

পরভয়ে স্বর তুলে, পার না হৃদয় খুলে,

গাইতে স্বাধীনভাবে ঝঙ্কারিয়া আর !"

মনোমোহনের চিত্ত গতদিনের গৌরবের কথা ভাবিয়া ভারাক্রান্ত। বর্ত্তমানে

"...    ...    ...

অন্নভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ

অনশনে তনু ক্ষীণ।

সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্যভূমে,

পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'ল ক্রমে

চন্দ্র সূর্য্য বংশ অগৌরবে ভ্রমে,

লজ্জা-রাহু—মুখে লীন।"

মায়ের সম্পদের অন্ত নাই "সকলই হয়েছে আজ নিশার স্বপন !"

"বিশারদ সে বিপদে

হতাশ হইয়া কাঁদে"

আর তাঁহার সহিত কাঁদিয়াছে কোটি কোটি ভারতের নরনারী।

কাঁদিছে মায়ের "চরণতলে বিংশতি কোটি নরনারী", সঙ্গে কাঁদিতেছেন কামিনীকুমার—

"মায়ের কমল-আসন পড়েছে ঢলিয়া

সাধের বীণাটি গিয়াছে ভাঙ্গিয়া

ঘন-কুন্তলজাল পড়েছে এলায়ে,

ছিন্ন অঞ্চল উড়ে পবনে।

(মায়ের) মলিন বদনে উঠেছে ফুটিয়া

অতীতের শত কাহিনী।

নীরব ভাষায় বাজিছে বীণার

অযুত করুণ রাগিনী ;

কভু বা উঠিছে নীরব ঝঙ্কার

বিভোর অনিল-তাড়নে।"

অপ্রকাশিত এক কবি নববর্ষে শোক করিলেন,—

"অন্নাভাবে জলাভাবে ওষ্ঠাগত প্রাণ
তার উপরি মহামারি রচিছে শ্মশান!
ততোধিক রাজরোষ তীব্র কষাঘাত করেছে অধীর;
গলায় পরেছি ফাঁস আমরা দুর্ব্বল দাস
রুদ্ধশ্বাস, রুদ্ধভাষ, লুন্ঠিত শরীর;
কারাগৃহে কত ভাই ক্ষয়িছে জীবন!
কি সুখে সম্ভাষি' তোমা বরষ নূতন।

## একতা

দারুণ দুরবস্থার মধ্যে মিলনের দ্বারা শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে।

হেমচন্দ্র চাহিলেন:

"একবার শুধু জাতি ভেদ ভুলে
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা ধ্বজা।'

রাজনারায়ণ (বা সত্যেন্দ্রনাথ) সাহস দিতেছেন,—

"কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়
যতোধর্ম্মস্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীন বল ঐক্যেতে পাইবে বল"

শিবনাথ শাস্ত্রী সকল প্রদেশকে মিলনের আহ্বান জানাইলেন—

"আয়রে বোম্বাই আয়রে মাদ্রাজ,
বৃথা গণ্ডগোলে নাহি কোন কাজ।
* * *
ভাই মহারাষ্ট্র! তোমার কপালে,
পৌরুষের আভা আছে চিরকালে,

| | |
|---|---|
| প্রিয় ভারতের | হোক্ রে উদ্ধার |
| জয় মহারাষ্ট্র | জয়রে তোমার ! |
| আয় রাজপুত | আয় প্রিয় শিখ, |
| জাতি-ধর্ম্ম-ভেদ | সকলি অলীক |
| ভারত-রুধির | সবার ভিতরে |
| ভাই বলে নিতে | তবে শঙ্কা কি রে ? |

ভারত-ভাগ্য-বিধাতাকে রবীন্দ্রনাথ "জনগণ-ঐক্যবিধায়ক" বলিয়া "জয়" গান করিলেন।

অতুলপ্রসাদ সকলকে "ভুলি' ভেদাভেদজ্ঞান" অগ্রসর হইবার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। তাহাতে আত্মবিশ্বাস আসিবে

"তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ
হ'তে পারি দীন তবু নহি মোরা হীন।"

জাতি ধর্ম্ম ভারতের স্বার্থের কাছে তুচ্ছ। সতীশচন্দ্র ( মুখোপাধ্যায় ) হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টিয়ান্ সকলকে বলিলেন "জননী তোদের ডাকিছে ভাই।" দেবেন্দ্রনাথ "হিন্দু মুসলমান হ'য়ে এক প্রাণ" মায়ের চরণ দুখানি পূজা করিবার বাসনা প্রকাশ করিতেছেন।

স্বদেশকে উদ্দেশ করিয়া অজ্ঞাত কবি বলিলেন

"তোমার কুটির দ্বারে হেরিতেছি জ্যোতির্ম্ময় রথ ;
মিলিয়াছে বহু যাত্রী আত্মবলে পুষ্ট বলীয়ান,
সুখের হিতের শত উপায়নে পরিপূর্ণ প্রাণ ;
তাদের নিঃশ্বাসে আজ দিগন্তে উড়িয়া গেছে
বাঙ্গালীর ধূলিময় বহু জীর্ণ বেশ !"

## "রাখী"

মিলনের বন্ধন "রাখী" ; সুতরাং রাখী উৎসবকে গান দিয়া অমর করিবার চেষ্টা হইল। প্রথম রাখীবন্ধন উৎসবের যাত্রীরা রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি বাংলার জল" গাহিয়া গানটীকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

হেমচন্দ্র রাখীবন্ধন উৎসবের সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। সোল্লাসে লিখিলেন ঃ

"জীবন সার্থক আজিরে আমার
এ 'রাখী'-বন্ধন ভারত-মাঝার
দেখিনু নয়নে দেখিনুরে আজ
অভেদ ভারত চির মনোরথ,
পূরাবার তরে চলিল।"

অজ্ঞাত অখ্যাত কবিরাও নানা ভাবে 'রাখী' কে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছিলেন সে দিন।

## আত্ম-নির্ভরতা

দেশীয় শিল্পের ধ্বংস ও বিদেশী পণ্যের প্রসার কবিদের ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। মনোমোহন ( বসু ) দেখাইতেছেন

"তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সূতা, যাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় না ক আর,
হ'ল দেশের কি দুর্দ্দিন!

* * *

ছুঁচ্ সুতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে—
দিয়াশালাই কাঠি তাও আসে পোতে,
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।"

তখন দেশীয় পণ্যের উপর প্রীতি ও বিদেশী দ্রব্যের বর্জ্জন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

রজনীকান্তের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে" নেবার অনুরোধ, আর "তাই ভাল মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত" সমস্ত বাঙ্গালীর মনের

চিন্তাধারা সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়া দিল। প্রতিজ্ঞা আসিল বিজয়চন্দ্রের লেখনীমুখে :

"যাব না আর যাব না
ভিক্ষে নিতে পরের দো'রে,
আছে যা অশন বসন
তাই খাব তাই থাক্‌ব পো'রে।"

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন—

"স্বদেশী দ্রব্যেতে জীবন যাপন
প্রতি জনে কর প্রতিজ্ঞা এখন,
প্রতি ঘরে ঘরে লহ সমাদরে
স্বদেশীয় দ্রব্য উপাদেয় মানি।"

গিরীশ চন্দ্র ( ঘোষ ) সামান্য ক্ষতি উপেক্ষার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন—

"স্বদেশী কাপড় নিতে—
পেছিয়ো না ভাই দুপাই দিতে,
হার হবে না যাবে জিতে,—
দেশের টাকা যাবে র'য়ে।
ভয় ক'রোনা চড়া দরে,
সস্তা হবে দুদিন পরে
তাঁত বসেছে ঘরে ঘরে
সস্তা কাপড় দেবে ব'য়ে।"

দেশবাসীর তেজোদৃপ্ত প্রতিজ্ঞা সতীশচন্দ্র ( বন্দ্যোপাধ্যায় )-র ভাষায় প্রকাশ পায়—

"নগরে নগরে জ্বালরে আগুন
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ ;
বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত—
মায়ের দুর্দ্দশা ঘুচারে ভাই।"

গিরিজাকুমার বিনীত নিবেদন জানাইলেন—

"হউক মলিন তবু চিরদিন—
অভিমান-মদ ভুলিয়া,
তোমারি বসনে ঘুচাইব লাজ
নতশিরে লব তুলিয়া।"

অজ্ঞাত কবি নারীকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন—

"মোটা দেশী বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিয়া
কাঙ্গালিনী বেশে করিব পণ ;
* * *
ছুঁইব না আর বিলাতী বিলাস
পরিব না আর বিলাতী সাজ।"

সাধারণের মনেরও মোড় ফিরিল; দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এ ভাবাবেগের উপর নির্ভর করিয়া। এমন কি টাটা কোম্পানীর সমস্ত মূলধন সংগ্রহ করা এই জাতীয় চেতনা জাগ্রত হওয়ায় সম্ভব হইয়াছিল।

## প্রতিবাদ

বিদেশীর দমননীতির প্রতিবাদ মূর্ত্ত হইয়াছে কামিনীকুমারের ভাষায়—

"শাসন-সংযত-কণ্ঠ, জননি!
গাহিতে পারি না গান।"

আত্মশক্তিতে নির্ভর করিবার জন্য ডাক আসিল। জাতির ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য শোভা পায় না। কাব্যবিশারদ বলিলেন—

"যায় যাবে জীবন চ'লে
জগৎ মাঝে তোমার কাজে
"বন্দে মাতরম্" ব'লে।"

বিজয়চন্দ্র বাঁচিবার পথ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন

"এ জগতে যদি বাঁচিবি
......বীর বিক্রম কর সম্বল"

করুণানিধান পরামর্শ দিতেছেন

"লোহার নিগড় ছিঁড়ে
মত্ত মাতাল বাহিরিয়া পড়
লক্ষ লোকের ভিড়ে।"

কাজী নজরুল ইস্‌লাম বজ্র নির্ঘোষে ডাকিয়া বলিতেছেন—

"ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ,
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি।"

## নারী-জাগরণ

নারী জাতির প্রতি আহ্বান আসিল দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট হইতে

"......জাগো, জাগো গো ভগিনী,
হও 'বীরজায়া বীর-প্রসবিনী'।"

অজ্ঞাত কবি নারীর মুখ হইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করাইতেছেন

"এলোকেশী বেশে যাব দেশে দেশে
নবীন তপস্যা নবীন আশায়
মাতিয়া থাকিব দিবস রাত।"

১৯০৭ সালে জামালপুর দাঙ্গায় নারী নিগ্রহের প্রতিকারে কামিনীকুমার আহ্বান জানাইতেছেন

"আপনার মান রাখিতে জননী
আপনি কৃপাণ ধরগো!"

কার্ত্তিকচন্দ্র ( দাশগুপ্ত ) নারী-নরকে আহ্বান জানাইলেন—

"বিশ্বময়ী মায়ের পূজা—মায়ে দিবেন বর;
এ পূজায় চাই মুণ্ড ডালি, আয়রে নারী-নর!"

## আত্ম-বলিদান

প্রাণ উৎসর্গ করিবার ডাক আসিল সরলা দেবীর নিকট হইতে

"খাটিবি আয়,
জননীরে আজি রাখিতে সকলে
মরিবি আয়।
যে শোণিত ওরা লয়েছে শুষিয়া
পূরা তাহা আজি নিজ লহু দিয়া ;
মাতৃদ্রোহীর প্রায়শ্চিত্ত
মানিব তায়।
মরিবি আয় !

যতীন্দ্রমোহন ( বাগচি ) বুঝাইলেন সময় আসন্ন

ওরে ক্ষ্যাপা ! যদি প্রাণ দিতে চাস্
এই বেলা তুই দিয়ে দে না"

বিজয়চন্দ্র দেশ মাতাইলেন :

"দেবী, জীবন তুচ্ছ করিতে শিখাও
জীবন করিব ধন্য !
* * *
আজিকে আমার রুধির ধারায়
তোমার চরণতলের ধরায়
দেখি জাগে কিনা লভিয়া শক্তি
নবীন ভক্ত অন্য।"

আবার হাঁকিলেন

"আয়, আজি আয়, মরিবি কে ?
* * *
নিষ্ঠুর অরি সংহার করি
বীরের মতন মরিবি কে ?"

অস্ত্রধারণের আহ্বান—

"হবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা
অগ্নিমন্ত্রে কি না?
*　　*　　*
ধেয়ে আয় যারা মরিতে পারিস্
শ্মশানের ধূমে মিশাইতে বিষ
মরণ আদেশ দিতেছে স্বদেশ
পালিবি কি না?"

## শক্তি-আবাহন

মানুষের শক্তিতে যাহা সম্ভব তাহার ত্রুটি নাই। শক্তি বৃদ্ধির জন্য দেব-দেবীকে আবাহন করা হইয়াছে। কামিনীকুমার ডাকিলেন—

"এস সুদর্শনধারী মুরারি!"

বিপিনচন্দ্র দেখিলেন যন্ত্রণা অত্যাচার সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। সুতরাং "মা তুমি এস"—

"উর মা বাহুতে শকতিরূপিনী
উর মা হৃদয়ে ও রণরঙ্গিনী
রিপুকুলমাঝে সন্তান লয়ে
দাঁড়া মা হৃদয় রমা।"

কালীপ্রসন্ন "কাতরে হৃদয়ে স্মরে"—

"দণ্ড দিতে চণ্ডমুণ্ডে এস চণ্ডি! যুগান্তরে
*　　*　　*
এ যুগে আবার মাগো!
দুর্গতি নাশিতে জাগো
এস নিজে রক্তবীজে—
নাশ' সেই মূর্ত্তি ধ'রে।"

ক্ষীরোদচন্দ্র (গাঙ্গুলি) ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছেন; মাণিকতলা বাগানে

বোমা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক ধরপাকড় হইয়া সমস্ত প্রচেষ্টা বানচাল হইয়াছে। সুতরাং

"না হইতে মা গো বোধন তোমার—
ভেঙ্গেছে রাক্ষস মঙ্গল ঘট ;
জাগো! রণচণ্ডি! জাগো মা আমার
* * *
দৈত্যতেজ নাহি করি পরাভব
বিজয়-শঙ্খ কেন মা নীরব ?
হুঙ্কারে বিনাশ প্রচণ্ড দানব
অট্ট অট্ট হাসে হাস মা বিকট!"

তারাপ্রসন্ন ( বসু ) কাতর কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন—

"দানবনাশিনি!
ও মা! শক্তিরূপা শিবরাণি!
করি হুহুঙ্কারে মত্ত ধরা
এস মা রণরঙ্গিণী!"

বলা বাহুল্য যে-সকল বিষয়ে পূর্ণ কবিতা হইতে অংশবিশেষের উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে সেইরূপ কবিতাই অজস্র রচিত হইয়াছিল ; তাহার মাত্র কয়েকটি পুস্তকে সন্নিবেশিত করা সম্ভব হইয়াছে।

দেশের কল্যাণ অকল্যাণ লইয়া ঐ যুগে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার উপর কবিতা কুসুম ফুটিয়া উঠিয়াছে। বরিশাল কন্‌ফারেন্স উপলক্ষ্যে মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার উপর লাঠি চালনায় কাব্য-বিশারদ "যায় যাবে জীবন চলে" রচনা করেন। তাহা ছাড়া "জাগো জাগো বরিশাল! তোমার সম্মুখে আজি পরীক্ষা বিশাল" প্রসিদ্ধ গানও রচিত হয়।

ময়মনসিংহে কিশোরদের উপর নির্ম্মম পুলিশী অত্যাচারের যথোপযুক্ত প্রতিশোধ কামনা করিয়া হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী "শ্মশানের কালী"কে আবাহন জানাইয়াছেন। প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা এবং ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইলে কবি জাতির বেদনা কবিতাতে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। একটি সভায় ভগবৎপ্রীতি

ও দেশ প্রেম সম্পর্কে কবিতা মনোজ্ঞ হইবে বলিয়া রজনীকান্ত কয়েক মিনিটের মধ্যে "তব চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা" কবিতা লইয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৯০৫ সালে ডিসেম্বর মাসে (কলিকাতা) ইটালীর যুবকবৃন্দ "চল্‌রে চল্‌ সবে ভারত সন্তান" গান করিয়া পাড়ায় পাড়ায় দুতিন দিন ঘুরিবার পর দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়কে একটি নূতন গান রচনা করিবার অনুরোধ জানান। তিনি ঘণ্টাখানেক বাদে তাহাদের আসিতে বলিলেন। তাহারা আসিয়া পাইল "হিন্দু মুসলমান হ'য়ে এক প্রাণ, এস পূজি মা'র চরণ দুখানি।" গান গাহিয়া যুবক তরুণদল চলিতে চলিতে ফুল বাগান খৃষ্টিয়ান পল্লীতে আসিলে, গান শুনিয়া জন তিনেক ভদ্রলোক করযোড়ে বলিলেন, "আমরা ক্রীশ্চান, আমাদের কি দেশ সেবার অধিকার নেই?" সঙ্গে সঙ্গে গানের কথা বদল হইল "হিন্দু মুসলমান স্বদেশী ক্রীশ্চান......"

বিলম্ব যথেষ্ট হইয়াছে কিন্তু এখনও খোঁজ করিলে বহু গানের উৎস খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব হইতে পারে।

"স্বদেশী যুগ"ই দেশাত্মবোধক গানের মাহেন্দ্রক্ষণ। তাহার আগে ত নয়ই, পরেও কয়েকটি বিরাট রাজনৈতিক,—অসহযোগ, নিরুপদ্রব আইন অমান্য, "কর অথবা মর"—আন্দোলন হইয়াছে; ভারত স্বাধীনও হইয়াছে, কিন্তু গানের সে সমারোহ আর ঘটে নাই।

স্বাধীনতার পর মানুষের দেশ-প্রেমের সে তীব্রতা, সে গভীরতা, সেই আত্মিক যোগ লঘু হইয়াছে। সবই যেন গতানুগতিকের ধারায় পড়িয়াছে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় এক মহা অশুভক্ষণে "বন্দে মাতরম্"কে তাহার যোগ্য স্থান হইতে চ্যুত করা হইয়াছে। কেবল যে তাহা শ্যামিকা-বর্জ্জিত মাতৃপূজার কথা সর্ব্বদাই জাগরূক রাখিত তাহা নহে, উহা ১৮৮২ সাল হইতে ভারতের সর্ব্বসময়ে সংগ্রামে প্রস্তুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে, সমরক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার উন্মাদনা ('battle cry') হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। সমগ্র ভারতে দেশ-প্রেমিক মারাঠী, গুজরাটি, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, বিহারী, ওড়িয়া প্রভৃতি সকল দুর্যোগে ঐ এক "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র জপ করিয়াছে।

ভারত স্বাধীন হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের প্রভাব অব্যাহত

ছিল। সাধারণ লোকেও মায়ের নাম করিতে করিতে অকাতরে লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন, উৎপাত, নিপীড়ন, হাসিমুখে সহ্য করিবার শক্তি লাভ করিয়াছে। জীবনের যাহা শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ সব উপেক্ষা করিয়াছে। বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত অবস্থায় "বন্দে মাতরম্" বলিয়াছে, অকাতরে যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে। শত্রু রাজশক্তি আসিয়া কর্ম্মকেন্দ্র ঘিরিয়াছে, সন্তানদল "বন্দে মাতরম্" হাঁকিয়া অপর সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। দাঙ্গার সময় বিপন্ন পল্লীবাসী 'বন্দে মাতরম্' সঙ্কেত ধ্বনি উচ্চারণ করিয়াছে; শত শত লোক আশ্রয় ত্যাগ করিয়া 'রণক্ষেত্রে' অবতীর্ণ হইয়াছে। 'বন্দে মাতরম্' বলিয়াছে আর পুলিশ-মিলিটারীর বন্দুকের গুলির সাম্‌নে বুক পাতিয়া দিয়াছে। ফাঁসির মঞ্চে চড়িবার সময় প্রতি ধাপে মাতৃ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছে—ফাঁসির দড়ি গলায় চাপিয়া বসিবার সময় "বন্‌……" বলিয়াছে "দে" বলিবার সময় পায় নাই। "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র হৃদয়ে জপ করিতে করিতে তাহার শেষ নিঃশ্বাস অনন্তে মিশিয়াছে।

যাঁহারা দেশকে "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র ভুলাইতে এবং আত্মনামে "জয় ধ্বনি" তুলিতে শিখাইয়াছেন তাঁহারা বিদেশী রাজ-পুরুষ নহেন। তাঁহারা দেশের যে অপরিমেয় ক্ষতি সাধন করিয়াছেন তাহার মাত্র সামান্য অংশ বর্ত্তমানে প্রকট হইয়াছে; জাতি ডুবিতে বসিয়াছে। দেশনায়কগণ যখন "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের যোগ্য

"আসন হ'তে দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্ব্বাসন দিলে অবহেলে"।

জাতিকে "নিশ্চল নির্বীর্য-বাহু কর্ম-কীর্তিহীন, ব্যর্থ-শক্তি নিরানন্দ জীবন-ধন-দীন" করিয়া ফেলা হইয়াছে।

আবার মাকে "দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী বহুবলধারিণী রিপুদল-বারিণী" বলিয়া অর্চ্চনা করিতে হইবে; বাহুতে শক্তি হৃদয়ে ভক্তি সঞ্চারিত হইয়া দেশের যুবক যেন আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুকে অবলীলাক্রমে নিঃশেষ করিতে সক্ষম হয়!

"বন্দে মাতরম্"—"জয়হিন্দ"!

"পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই
তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি,
বাসনা তাহাই গুছায়ে যতনে
সাজাব তোমার চরণ দুটি।
চাহি না ক কিছু তুমি মা আমার
এই জানি শুধু নাহি জানি আর,
তুমি গো জননী হৃদয় আমার
তুমি গো জননী আমার প্রাণ।"

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

# জপ-মালা

১

বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং

শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং

ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং

সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং

সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,

দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,

অবলা কেন মা এত বলে!

বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং

রিপুদলবারিণীং মাতরম্।

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,

তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি,

হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,

তোমারই প্রতিমা গড়ি

মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী,
কমলা কমল-দল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২

অয়ি ভুবন মনোমোহিনী !
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল-ধরণি !
জনকজননীজননি !
নীল-সিন্ধু-জল ধৌতচরণতল,
অনিলবিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিতভালহিমাচল,
শুভ্রতুষারকিরীটিনী ॥
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সাম-রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞান ধর্ম কত কাব্যকাহিনী।
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন—
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা
পুণ্য-পীযূষ-স্তন্য-বাহিনী ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

বন্দি তোমায় ভারত-জননী, বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি !
বর-পুত্রের তপ-অর্জিত গৌরব-মণি-মালিনি !
কোটি সন্তান আঁখি-তর্পণ হৃদি-আনন্দকারিণি—
মরি বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি !
যুগযুগান্ত তিমির অন্তে হাস, মা, কমল-বরণি !
আশার আলোকে ফুল্ল হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী ।
নব জীবনের পসরা বহিয়া আসিছে কালের তরণী,
হাস মা কমল-বরণি !
এসেছে বিদ্যা আসিবে ঋদ্ধি শৌর্য্যবীর্য্যশালিনি ;
আবার তোমায় দেখিব, জননি, সুখে দশদিক্-পালিনী !
অপমান ক্ষত জুড়াইবি মাতঃ খর্পর-করবালিনি !
শৌর্য্যবীর্য্যশালিনী !

—সরলা দেবী

৪

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ !
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি সে কি মা হর্ষ !
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি ;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি ! জগত্তারিণি ! জগদ্ধাত্রি !"

সদ্যঃস্নান-সিক্ত-বসনা চিকুর সিন্ধু-শীকর-লিপ্ত,
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল কমল-আনন দীপ্ত ;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র,
মন্ত্রমুগ্ধ চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ মন্দ্র ।

শীর্ষে শুভ্র-তুষার-কিরীট, সাগর ঊর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা ;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার; পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা ।

কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে,
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।

উপরে পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি অবিশ্রান্ত
লুটায়ে পড়িছে পিক-কলরবে চুম্বি তোমার চরণ-প্রান্ত ;
উপরে জলদ হানিয়া বজ্র, করিয়া প্রলয়-সলিল বৃষ্টি,
চরণে তোমার কুঞ্জ-কানন কুসুম-গন্ধ করিছে সৃষ্টি।

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি ;
জননি ! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা, কত না হর্ষ,
জগৎপালিনি ! জগত্তারিণি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !
কোরাস্—
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ,
গাইল "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ।"

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৫

জননী আমার, জননী আমার জননী জগদ্ধাত্রি !
দেবী আমার এই বসুধার শাশ্বত সুখদাত্রী।
অন্তর হতে বাহিরি' তোমার,
শরণ লভিনু চরণে তোমার,
মেলিনু নয়ন নবীন-আলোকে পোহাল প্রথম রাত্রি
ক্লান্ত কাতর লভিলাম শ্বাস,
গেল রাতি দিন, গেল কত মাস,
কত না বরষ কত না হরষে চলিনু নবীন যাত্রী ;
চক্ষে আমার জাগাইলে আশা,
বক্ষে ভরিয়া দিলে ভালবাসা,
আশ্বাস দিলে, অভয় দিলে শুভসম্ভারদাত্রী।

ত্রিংশৎ কোটি সন্তান যাঁর,
উথলিয়া ঝরে সহস্র ধার,
প্রেমের নিঝর, স্নেহের পাথার, নিখিল ধরার ধাত্রী ;
গগন-চুম্বি-ললাটে যাঁহার,
কিরীট রচিল ধবল তুষার,
অরুণ উদয়ে কাটিল আঁধার পোহাল তিমির-রাত্রি।
নমো নমো নমো জননী আমার,
লুটাইয়া মাটি মাখি বারে বার,—
মৃন্ময়ী তুমি, চিন্ময়ী তুমি, জননী জগদ্ধাত্রী।
কত দেশে দেশে গেল তব সোনা,
অন্ন বস্ত্র বিলালে কত না,
তাদেরে পরায়ে রাজার মুকুটে গৈরিক নিলে গায়ে—
আপন অঙ্গে মাখিয়াছ ছাই
ধূলি চন্দনে ভেদ রাখ নাই
'সত্য-শিব-স্থন্দর'-রূপে রুদ্র পড়িল পায়ে ;
বুদ্ধ নিমাই শঙ্কর তাই,
খৃষ্ট মহম্মদে ভেদ নাই
তোমাতে মিলিল সব সাধনাই,—তুমি সকলের ধাত্রী।
রাম রাঘব কুরু পাণ্ডব—
বারে বারে কত রণতাণ্ডব—
রক্ত সে তব চন্দন হ'ল,—মুক্তির জয়টীকা ;
ধর্ম্মের গ্লানি করিবারে ক্ষয়,
বজ্রে বজ্রে হ'ল বিনিময়,
দানবেরে হ'তে দেবেরে বাঁচালে তুমি রণ-চণ্ডিকা,
কভু হৃষীকেশ, কভু এলোকেশ হও বরাভয়দাত্রী।
নমো নমো নমো জননী আমার জননী জগদ্ধাত্রী।

বীণা মুরজ খরকরবাল,
বেদ পুরাণ কাব্য রসাল
বক্ষপীযূষ বহিয়া মাতার তটিনী ছুটিয়া চলে,
মণি-মরকত খচিতাঞ্চলা,
সিন্ধু কাবেরী চলচঞ্চলা
সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা ধৌত গঙ্গাজলে।
( তব ) মঙ্গল কল-কল্লোল-ধারা ধরায় অন্নদাত্রী
জননী আমার, জননী সবার, জননী জগদ্ধাত্রী।
( নমো নমো নম হে জননি ! মম জননী জগদ্ধাত্রী )

—কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

৬

ভারত আমার, ভারত আমার,
যেখানে মানব মেলিল নেত্র ;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা,
এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননী,
দর্শন উপনিষদে দীক্ষা ;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প,
কর্ম-ভক্তি-ধর্ম-শিক্ষা।

ভগবদ্গীতা গাহিল স্বয়ং
ভগবান যেই জাতির সঙ্গে,
ভগবৎ-প্রেমে নাচিল গৌর
যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে ;
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র
প্রচার করিল নীতির মর্ম,
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস
প্রচার করিল 'সোঽহং' ধর্ম।

আর্য ঋষির অনাদি গভীর
উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র,
নহ কি মা তুমি সে ভারত ভূমি,
নহি কি আমরা তাদের গোত্র!
তাদের গরিমা-স্মৃতির বর্মে
চলে যাব শির করিয়া উচ্চ,—
যাদের গরিমাময় এ অতীত
তারা কখনই নহে মা তুচ্ছ।

ভারত আমার, ভারত আমার,
সকল মহিমা হউক খর্ব,
দুঃখ কি যদি পাই মা তোমার
পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব ;
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ,
লুপ্ত হয় এ মানব-বংশ।
যাদের মহিমময় এ অতীত
তাদের কখনও হবে না ধ্বংস।

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া
অতীতের সেই মহা আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে
রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ!
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ 'পরে
আছে বিধাতার করুণা-দৃষ্টি,
এ মহাজাতির মাথার উপরে
করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি!
( কোরাস )—
ভারত আমার, ভারত আমার,
কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী
ধর্ম-জ্ঞানের তুমি মা ধাত্রী।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৭

এস মা ভারতজননী আবার
জগৎ-তারিণী সাজে,
রাজরাণী মা'র ভিখারিণী বেশ,
দেখে প্রাণে বড় বাজে।
শিশু জগতের মায়ের মতন,
তুমি মা প্রথম করিলে পালন,
আজ মা গো তোরই সন্তানগণ
কাঁদিছে দৈন্য লাজে।
আঁধার বিশ্বে তুমি কল্যাণী,
জ্বালিলে প্রথম জ্ঞান-দীপ আনি,
হইলে বিশ্ব-নন্দিতা-রাণী
নিখিল নর-সমাজে।
দেখা মা পুনঃ সে অতীত মহিমা
মুছে দে ভীরুতা-গ্লানির কালিমা,
রাঙ্গায়ে আবার দশদিক-সীমা
দাঁড়া মা বিশ্বমাঝে।

—অজ্ঞাত

৮

তব, চরণ-নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা;
ঊর্দ্ধে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত-নভো-নীলাঞ্চলা
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা
দূরে হের চন্দ্র-কিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা,
নৃত্য-পুলক-গীতি-মুখর-কলুষহর-তরঙ্গা;
ধায় মত্ত-হরষে সাগরপদ-পরশে,
কূলে কূলে করি' পরিবেশন মঙ্গলময় বরষা।

ফিরে দিশি দাশ মলয় মন্দ, কুসুম-গন্ধ বহিয়া,
আর্য্যগরিমা-কীর্ত্তিকাহিনী মুগ্ধ জগতে কহিয়া,
হাসিছে দিগ্‌বালিকা, কণ্ঠে বিজয়মালিকা,
নবজীবন-পুষ্পবৃষ্টি করিছে পুণ্য-হরষা।
ওই হের, স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব্ব গগনে
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি, ডাকিছে সুপ্তি-মগনে ;
নিদ্রালস-নয়নে, এখনও রবে কি শয়নে ?
জাগাও, বিশ্ব-পুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা।

—রজনীকান্ত সেন

৯

কে আমারে দিল দোলা
নিখিল রূপের রঙমহালে ?
কে আমার এ হৃদয় ভরে
রূপমাধুরীর বান বহালে ?
সে যে আমার দেশের আলো, দেশের আলো,
দেশের আলো।
আমার এ শ্যামধরণী
ক'রলো কে গো মনহরণী,
আমার এ ফুলগুলিরে
সকাল বেলায় কে ফুটালো ? কে ফুটালো ?
সে যে আমার দেশের আলো, দেশের আলো,
দেশের আলো।
আজকে সারা বসুন্ধরা,
আপনহারা গন্ধে গানে,
কোন্ খেয়ালী সুর উঠালো, রঙ ছুটালো,
কেউ না জানে, কেউ না জানে।

নীল আকাশে ঐ বাজায় বাঁশী,
ঘুমভাঙা কার ফুটলো হাসি,
আমার এই সুপ্ত হৃদে
সোনার কাঠি কে ছোঁয়ালে ?
কে ছোঁয়ালে ?
সে যে আমার দেশের আলো, দেশের আলো,
দেশের আলো।

—চিত্তরঞ্জন দাশ

১০

স্বদেশ আমার, জননী আমার,
আমি কি গাহিব তোমার গান ?
কোটি কোটি জন হৃদয় শোণিতে
বন্দনা তব স্পন্দমান।
যুগযুগ ধরি রজত লীলায়
সে সুর ব্রহ্ম ত্রিদিবে বিলায়,
সে মহাছন্দে তোমার বারতা—
নন্দন লোকে লভিল স্থান।
তোমার আলোর লহরে প্রথম
খুলেছিল মোর নয়ন দুটি,
জননী-জঠর হইতে প্রথম
তোমার পুণ্য ধূলায় লুটি ;
প্রথম তোমার স্নেহ-বাহু মোরে,
বেঁধে নিল শ্যাম সুশীতল ক্রোড়ে,
তোমারি পুণ্যধারায় জননী
করিনু মুকতি স্নান।

—অজ্ঞাত

১১

সেই ত রয়েছ মা তুমি,
ফলে ফুলে সুশোভিত শ্যামা জন্মভূমি !
শিরোপরি গিরিবর
সেই শুভ্র কলেবর
পদতলে সেই সিন্ধু
আছে অনুগামী ।
তেমনি বিহঙ্গ কুল
কলরবে সমাকুল,
তেমনি শুনিতে পাই
মধুপ ঝঙ্কার।
সেই ত সকলি আছে,
তবে মা সবার পাছে,
তোমার সন্তান কেন
অধোপথগামী ?
কোথা তব সে গৌরব,
সে সম্পদ কোথা সব
সকলি হয়েছে আজ
নিশার স্বপন,—
ফিরিয়া আবার কি মা,
আসিবে গো সে মহিমা,
গাইবে তোমার কবি
তোমারে প্রণমি' ?
কি জানি কি পাপ ফলে
পড়ি পরপদ তলে,
শক্তিহীন তব সুত
ধূলাতে লুটায়,—

বিশারদ সে বিষাদে,—
হতাশ হৃদয়ে কাঁদে,
তারে আজ্ কে দেখালে
এ দশা দশমী।

—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

## ১২

আজ প্রভাতে আলোর ধারায়
স্নান ক'রে কি উঠলে রাণি!
রাখলে কি গো রক্তজবায়
রাতুল রাঙ্গা পা দুখানি।
পুষ্পিত ঐ বনলতিকা
এলায় পিঠে বেণী সম,
দাঁড়াও দেবী প্রণাম করি
নমো নমঃ নমো নমঃ।

শিউলি ফুলের চুম্‌কি ঢালা
অপরাজিতার নীলাম্বরী,
এ কোন্ রূপের সমারোহ
সাজায় মা তোর অঙ্গ ভরি?
যতই দেখি ফিরতে না চায়
বিভোল মা গো নয়ন মম,
দাঁড়াও দেখি প্রণাম করি
নমো নমঃ নমো নমঃ।

শ্যামল তোমার তৃণের দলে
রাজ মহলার গাল্‌চে পাতা
মাথার ওপর চিকণ চামর
ঢুলায় সবুজ গাছের পাতা;

নহবতের চেয়েও তোমার
গায় যে পাখী মনোরম,
দাঁড়াও দেবী প্রণাম করি
নমো নমঃ নমো নমঃ।

—অজ্ঞাত

১৩

কোন্ দেশের উত্তরের সীমায়
ধরার মাঝে শ্রেষ্ঠ গিরি?
কোন্ দেশের আর তিন পাশেতে
রয়েছে সমুদ্র ঘিরি?
কোথায় শ্যামল মাঠে ফলে
থোকা থোকা সোনার ধান?
—সে আমাদের সোনার ভারত
আমাদেরই হিন্দুস্থান।

কোন্ দেশে যমুনা গঙ্গা
সিন্ধু গোদাবরী বয়?
কোন্ দেশের সুগন্ধি ফুলে
মিষ্ট ফলে জগৎ জয়?
কোথায় বনে বনে দোয়েল
পিক পাপিয়া করে গান?
—সে আমাদের সোনার ভারত
আমাদেরি হিন্দুস্থান।

কোথায় জন্মেছিল রাজা
হরিশ্চন্দ্র যুধিষ্ঠির?
ধনঞ্জয় আর ভীষ্ম দ্রোণ
জন্ম কোথায় শিবাজীর?

কোন্ দেশের অব্যর্থ লক্ষ্য—
ভয়শূন্য বীরের বাণ ?
—সে আমাদের সোনার ভারত
আমাদেরি হিন্দুস্থান।
কোন্ দেশেতে আছে চিতোর,
পাণিপথ আর হলদিঘাট ?
কোন্ দেশেতে বনে বনে
ক'রত ঋষি বেদপাঠ ?
কোথায় স্বামীর সনে সতী
চিতায় উঠে স্বর্গে যান ?
—সে আমাদের সোনার ভারত
আমাদেরি হিন্দুস্থান।

—রজনীকান্ত সেন

## ১৪

নীল নির্ম্মল সিন্ধুমন্থনে সুধার ভাণ্ড সম,
কবে উঠেছিল সুজলা সুফলা শ্যামলা জননী মম।
পিতা হিমালয় স্নেহধারা ঢালি, সিক্ত করিল হিয়া,
সিন্ধুজননী কলকল্লোলে উঠিল উল্লসিয়া।
অরুণ আসিয়া উজল হাসিয়া ঘুচাল গভীরতম
উঠিলে যেদিন সুজলা সুফলা শ্যামলা জননী মম।

শীতল পবন করিল ব্যজন নামিল শ্রাবণ ধারা,
চন্দনা পিক পাপিয়া দোয়েল পুলকে আপন হারা।
অমৃত লোকের শান্তিমাধুরী পুণ্যপূরিত প্রাণ,
সে দিনও সকলে ছিলাম আমরা অমৃতের সন্তান।
আমরা তোমার আশীষে জননী ছিলাম অমরোপম,
উঠিলে যে দিন সুজলা সুফলা শ্যামলা জননী মম।

—অজ্ঞাত

১৫

কে বলে তোমায় কাঙ্গালিনী
ওগো আমার ভারতরাণী,
তোমার মহিমা বিভব গরিমা
কি বা কব মা নাহি জানি।
নাই বা পরিলে হেমহার গলে
মণি মুকুতার মালা,—
নাই বা শোভিল চরণে তোমার
সোনার বরণডালা।
জীর্ণ কুটীরে ছিন্ন বসনে
তবু তুমি রাজরাণী।
পরের যা কিছু বসনভূষণ
দূর হ'য়ে যাক্ আজ ;
যা আছে মোদের সাজাব তা দিয়ে
নাহি তাহে কোনো লাজ।
দৈন্য যা কিছু ঘুচাব আমরা
মুছাব নয়নবারি,—
ত্রিশ কোটি প্রাণ তোমারি লাগিয়া
বলি দিতে মা গো পারি।
স্বর্ণ ঝাঁপিটি হস্তে, ও মা,
শুনাও অভয়বাণী।

—অজ্ঞাত

১৬

সার্থক জনম আমার
(আমি) জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো
তোমায় ভালবেসে ॥
জানি নে তোর ধনরতন
আছে কিনা রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে ॥
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ
এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদব নয়ন শেষে ॥
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

বঙ্গ আমার! জননি আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ,
কেন গো মা তোর শুষ্ক বয়ান, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ!
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ!
সপ্ত কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে "আমার দেশ"।

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ-জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর;
অশোক যাঁহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি শেষ,
তুই কি না মাগো তাদের জননী! তুই কি না মাগো তাদের দেশ?

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময় ;
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কি না এই ধূলায় শয়ন তার কি না এই ছিন্ন বেশ !

উদিল যেখানে মুরজমন্দ্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি চণ্ডীদাস গাইল গান ;
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য তুই তো না সেই ধন্য দেশ !
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাদের রক্তলেশ।

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর ;
আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা নহি তো মেষ !
দেবি আমার ! সাধনা আমার ! স্বর্গ আমার ! আমার দেশ !
( কোরাস্ )—
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ।
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ"।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৮

জয়তু জয়তু মাতঃ ভারত লক্ষ্মী
অয়ি সুর-নর বন্দ্যা নন্দিতা কল্প কুঞ্জে।
হৃদয় কমল বৃন্দে অর্চিতা অর্ঘ্য পুঞ্জে,
শুভ বর তব হস্তে দৃষ্টিতে দুগ্ধ কুল্যা,
চরণ-নলিন-গন্ধে মুগ্ধ এ মর্ম মক্ষী ॥
সুতগণ তব অঙ্কে তুষ্ট মা স্তন্য অন্নে
পুরজনপদ শস্যে পুষ্ট মা শিল্প পণ্যে।
কবিকুল রবি-গর্বে ভাস্বরী বিশ্বপূজ্যা।
হিমগিরি পরিষেব্যা, চৌদিকে দৈব রক্ষী ॥

শত শত মঠ চৈত্যে মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা,
রসবিগলিত চিত্তে ভারতী-মুক্তকণ্ঠা,
কমলকুমুদমল্লীমালিকা দিব্য বক্ষে।
মুখরিত তরুবল্লী বন্দিছে লক্ষ পক্ষী॥

কালিদাস রায়

১৯

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি॥
তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধুলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে,
মরি হায়, হায় রে—
তখন খেলাধুলা সকল ফেলে, ও মা, তোমার কোলে ছুটে আসি॥
ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারা দিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ও মা, তোমার রাখাল তোমার চাষি॥

ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে—
দে গো তোর পায়ের ধূলা সে যে আমার মাথার মাণিক হবে।
ও মা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,
মরি হায়, হায় রে—
আমি পরের ঘরে কিনব না আর মা, তোর ভূষণ বলে গলার ফাঁসি ॥
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

ধন-ধান্য-পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা ;—
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজল এমন ধারা,
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে,
সেথা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখীর ডাকে জেগে।
এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়,
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ-তলে মেশে !
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে !
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী ;
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।
ভা'য়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ
—ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি—
( কোরাস্ )
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক' তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥
—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

২১

তুই মা মোদের জগৎ আলো।
সুখে দুখে হাসি মুখে
আঁধারে দীপ তুমিই জ্বালো।
মা ব'লে মা ডাকলে তোরে,
সারাটি প্রাণ ওঠে ভরে,
বেসেছি মা তোরেই ভালো,
তোরেই যেন বাসি ভালো।
ঐ কোলে মা পাই যদি ঠাঁই,
জনম জনম কিছুই না চাই;
থাক্ না ওদের গৌরবরণ,
হ'লেমই বা আমরা কালো!
পরের পোষাক খুলে ফেলে,
ফিরলাম ঘরে ঘরের ছেলে;
আঁখির নীরে মোদের শিরে
আশীষধারা আজি ঢালো।

—প্রমথনাথ চৌধুরী

২২

আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥

তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী !
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে !
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥

যখন অনাদরে চাইনি মুখে ভেবেছিলাম দুঃখিনী মা
আছে ভাঙাঘরে একলা পড়ে, দুঃখের বুঝি নাইক সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি—
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ঐ চরণের দীপ্তি রাশি !
ওগো মা, তোমার কি মূরতি আজি দেখিরে !
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥

আজি দুঃখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও তরণী—
তোমার অভয় বাজে হৃদয়মাঝে হৃদয়হরণী !
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে !
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## ২৩

ও মা আমার জন্মভূমি
ও মা আমার শ্যামল ধরা,
আমার এ সে পর্ণকুটীর
সে যে তোমার আদর ভরা।
যেথায় ব'সে বীণার তানে
আমি গাহি আমার গান এ
সেই গানে মা প্রতি ভোরে
তোমায় আমার প্রণাম করা।

কত ব্যথা লাঞ্ছনা আর
অপমান আর কত সহ,
চিরশ্যামল স্নেহময়ী
তবু ক্ষণেক কাতর নহ ;
সকল দোষে ক'রে ক্ষমা,
জগন্মাতা হয়েছ মা,
সকল দুখের অমৃত ঐ—
তোমার ও কোল দুখহরা।

—অজ্ঞাত

## ২৪

| | |
|---|---|
| ও আমার | দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা। |
| তোমাতে | বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ॥ |
| তুমি | মিশেছ মোর দেহের সনে, |
| তুমি | মিলেছ মোর প্রাণে মনে, |
| তোমার ওই | শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা ॥ |
| ওগো মা, | তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে। |
| | তোমার 'পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে। |
| তুমি | অন্ন মুখে তুলে দিলে, |
| তুমি | শীতল জলে জুড়াইলে, |
| তুমি যে | সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা ॥ |
| ও মা, | অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা— |
| তবু | জানি নে-যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা ! |
| আমার | জনম গেল বৃথা কাজে, |
| আমি | কাটানু দিন ঘরের মাঝে— |
| তুমি | বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা ॥ |

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## ২৫

জাগো জাগো ভারত-মাতা!
চরণতলে তব   অভিনব উৎসব
করিব, রচিব নব গাথা।
অগণন জনগন-ধাত্রী!
অকথিত মহিমা   অশেষ গরিমা
অনন্ত সম্পদ দাত্রী।
মঙ্গলযুত তব কীর্ত্তি;
তব গুণ-গৌরব   তব যশ-সৌরভ
ব্যাপিল বিশাল পৃথ্বী।
শূরজননী সুরপূজ্যে!
নিহত সুকৃতি তব   হত সুখ গৌরব
দনুজ-দলিত নব রাজ্যে।
নব্য জগত-ইতিহাসে
নগণ্য তুমি মা!   অগণ্য মহিমা
বিস্মৃত দেশ বিদেশে।
জাগো জাগো ভারতমাতা!
চরণ-তলে তব   রোদন উৎসব
করিব, রচিব নব গাথা!

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

## ২৬

জগৎ মাঝারে শ্রেষ্ঠ তীর্থ আমাদের এই দেশ,
শান্তস্নিগ্ধ আননে যাঁহার নাহিক আঁধার লেশ;
মোদের জননী জন্মভূমি নাহিক তুলনা যার,
প্রণমি বঙ্গজননী তোমার চরণেতে শতবার।

পুষ্পবিতানে বদ্ধ হেথায় পাপিয়ার মধু তান,
শস্যশ্যামল বক্ষে তোমার বাতাসের ভাসে গান;

অন্ধ আবেগে বহিছে হেথায় নদনদী জলভার,
প্রণমি বঙ্গজননী তোমার চরণেতে শতবার।

উদার আকাশ বহিছে তোমার তুঙ্গ শৈলরাজ,—
দৃপ্ত তুফান নৃত্য তোমার সুনীল সাগর মাঝ;
হেথায় জীবনে দেখেছে জ্ঞানী মৃত্যুর পরপার,
প্রণমি বঙ্গজননী তোমার চরণেতে শতবার।

বিশ্বসভার ঊর্দ্ধে কিরীট রাজিবে তোমার জননি!
সিদ্ধি বিত্ত মিলিবে জীবনে এ নহে ব্যর্থ কাহিনী।
তোমার চরণে পড়িব লুটায়ে এ মোর জনম সার,
প্রণমি বঙ্গজননী তোমার চরণেতে শতবার।

—অজ্ঞাত

## ২৭

স্বদেশ আমার! নাহি করি দরশন
তোমা সম রম্য ভূমি নয়ন-রঞ্জন।
তোমার হরিৎ ক্ষেত্র,
আনন্দে ভাষায় নেত্র,
তটিনীর মধুরিমা তুষিবে এ মন।
প্রভাতে অরুণ ছটা সায়াহ্ন অম্বরে
সুরঞ্জিত মেঘমালা শান্ত রবি করে,
নিশীথে সুধাংশুকর,
তারা-মাখা নীলাম্বর,
কে ভুলিবে, কে ভুলিবে থাকিতে জীবন?
কোথায় প্রকৃতি এত খুলিয়ে ভাণ্ডার
বিতরেন মুক্ত করে শোভারাশি তাঁর?
প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি বনে
প্রতি কুঞ্জ উপবনে,
কোথা এত—কোথা এত বিমোহে নয়ন?

বাসন্ত কুসুমরাজি বিবিধ বরণ ;
চুম্বি' কোথা এত স্নিগ্ধ বয় সমীরণ ?
তরুরাজি তব সম,
কলকণ্ঠ বিহঙ্গম,
পাইব না, পাইব না খুঁজিয়ে ভুবন।
হায় মা আসিয়ে যত নিষ্ঠুর যবন
হরিয়াছে ও দেহের সকল ভূষণ !
কিন্তু তব হিমগিরি,
জাহ্নবীর নীলবারি,
পারিবে না, পারিবে না করিতে লুণ্ঠন।
অতুল স্বর্গীয় শোভা জননী তোমার
মিশিবে মা অশ্রুসনে নয়নে আমার ;
যথায় যাইব আমি,
তোমারে জনমভূমি
ভুলিব না ভুলিব না জীবনে কখন।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

## ২৮

এস সোনার বরণ রাণী গো,
শঙ্খ-কমল করে,
এস মা লক্ষ্মী, বস মা লক্ষ্মী,
থাক মা লক্ষ্মী ঘরে।
গাছে গাছে দেছ ভারে ভারে ফল
মাঠে মাঠে দেছ ধান,
গোষ্ঠে গোষ্ঠে সুশীলা কপিলা
দুধের নদীতে তুলেছ বান।

কল কল করে নদীর জল
ধুয়ে নেছ জর জ্বালা,
তোমারি রতনে সাজান যতনে
পরেছ ডিঙ্গারি মালা।
চিরদিন সুখে রেখ গো,
অচলা হইয়া থেক গো,
( আজি ) তোমারি অন্ন অন্নপূর্ণা
দিব মা তোমারি করে।

—অজ্ঞাত

২৯

বাংলা দেশের রূপের আভায়
মন ভুলালো ;
তার স্নিগ্ধ বাতাস স্বপন-পরশ
পরাণ জুড়ালো।
নদীর বুকে মনের সুখে
ঝর্ণাগানে নাচলো জল ;
নিবিড় বনে ব্যাকুল মনে
ডাক্‌লো কোয়েল দোয়েল দল।
পল্লীকোলে হাটে মাঠে
রাখালিয়ার গানের সুর,
সেই সে গানে মোর পরাণে—
পরশমণি বুলালো।
আকাশ বাতাস উঠ্‌লো মেতে,
কুসুম পরাগ মাখ্‌লো আজ,
ফুটলো টগর বেলা চামেলী,
পারুল বকুল গন্ধরাজ।
পল্লীপথে কলসী কাঁখে
পল্লীবালা জল্‌কে যায়,
স্নিগ্ধ হাসি পুণ্য রাশি
কাজল চোখে দীপ-আলো।

—অজ্ঞাত

৩০

তুমি যদি হ'তে ব্যর্থ মরুভূ ঊষর,
অথবা বিকট রুক্ষ কঠিন কঙ্কর ;
হ'তে যদি আলোহীন তুহিনের দেশ,
নাহি যেথা শ্যামশোভা গীত-গন্ধ লেশ ;
হ'তে যদি বর্ব্বরের বিহারের ভূমি
তবু এই জীবনের তীর্থ হ'তে তুমি।
এই মত ভক্তি ভরে প্রদোষে প্রভাতে
তোমার চরণ ধূলি লইতাম মাথে।
তোমার অতীত মোরে করেনি পাগল,
ভাবী-আশা করিছে না আমারে চঞ্চল ;
জন্মক্ষণে-শিশু চিনে যেমন মাতায়,
আমিও তেমনি মা গো চিনেছি তোমায়।
আমি জানি ভাগ্য মোর তব সনে গাঁথা,
জন্ম-জন্মান্তর হ'তে অয়ি চিরমাতা!

—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

৩১

উজল কোমল-কমল রাজীব
চরণ যুগল রাজে,
চরণে নূপুর বাজিছে মধুর
বাজে ঐ শুন বাজে।
অলক্ত রঞ্জিত চরণ দুখানি
যেন সুশোভার খনি ;
পদ্মগন্ধ তায় রয়েছে মাখানো
নখর উজল মণি।

ক্ষীরোদ-তনয়া হরিপ্রিয়া তুমি,
ভক্তজন-মনোরমা,
বিশ্ব-পালিনী তুমি মা পদ্মা,
তুমি লক্ষ্মী তুমি রমা।

এক করে তব কমল শোভে
অন্য করে শোভে ধান্য।
যাঁর বরে মাগো সোণার বাঙ্গলা
অন্যে বিতরে অন্ন।
কণ্ঠহার তব অমূল্য উজল,
প্রভাত তপন সম,
তোমার সকলি অপূর্ব্ব সুন্দর
নিত্য নব অনুপম।
ক্ষীরোদ-তনয়া হরিপ্রিয়া তুমি,
ভক্তজন-মনোরমা।
বিশ্বপালিনী তুমি মা পদ্মা,
তুমি লক্ষ্মী তুমি রমা।

তব শিরসিত কোমল কুঞ্চিত,
পদ্মপলাশ আঁখি ;
তোমারি মুকুট রূপের প্রভায়
করিতেছে ঝিকিমিকি।
মন্থন-সময় জলধি হইতে
লভিয়া জনম তুমি,
বরিয়াছ মা গো দেব নারায়ণে,
তোমার হৃদয়-স্বামী।
ক্ষীরোদ-তনয়া হরিপ্রিয়া তুমি
ভক্তজন-মনোরমা।
বিশ্বপালিনী তুমি মা পদ্মা,
তুমি লক্ষ্মী তুমি রমা।

—অজ্ঞাত

৩২

মেরা সোনেকা হিন্দুস্তান।
তু হামারা দিল্‌কী রোশনী, তু হামারা জান্‌।
চারু চন্দ্র তপন তারা উজল আসমান্‌
তুহারী ছাতিপর শ্যামল তরুয়া ছায়া করত দান॥
তুহারি কুঞ্জমে ফুটত ফুল্‌য়া, পঞ্ছী গাওত গান।
তুহারি ক্ষেতিপরে দোলত ক্যয়সা হাওয়াসে সোনেকা ধান॥

যুগ যুগান্তর তব্‌ তপোবনপর কতহি ধরম বাখান।
বিমান কম্পই উঠত নিতিহুঁ গভীর ওঙ্কার তান॥
যমুনাকি-তটপর কৈসন মনোহর শ্যামকী বন্‌শী বয়ান্‌।
যোহি দরশ কিয়া যমুনাকি পানিয়া চঞ্চল চলত উজান॥
অব্‌ ওহি ভারত পর-পদ-লাঞ্ছিত বিহীন যশ বীর্য মান।
সোহি দরশ কিয়া দিন হুঁ রাতিয়া ঝরত মেরা নয়ান।

—অজ্ঞাত

৩৩

কে আছ মায়ের মুখ পানে চেয়ে,
এস কে কেঁদেছে নীরবে;
মা'র মুখ চেয়ে আত্মবলি দিয়ে,
সে মুখ উজ্জ্বল করিবে।
নিজেরে ভাবিয়া অক্ষম দুর্ব্বল,
বাড়ায়েছ মায়ের যাতনা কেবল;
মাতৃকণ্ঠে যার বাজিছে শৃঙ্খল,
দুর্ব্বল, সবল সে কি ভাবিবে?
জাননারে মূঢ়, জননী তোমার,
পুরাকাল হ'তে কি শক্তির আধার,
সন্তানের কণ্ঠে শুনিলে হুঙ্কার,
নয়নে বিজলী খেলিবে।

ক্ষুদ্র স্বার্থে মজি এখনও কি ভাই,
মা হ'তে সুদূরে রবে ঠাঁই ঠাঁই,
হিন্দু মুসলমান এস সবে যাই
মা যে ওই ডাকিছেন সবে।
কে আছ আজিও পর-পদ-সেবী,
এস উঠে এস মা'র পুত্র সবই ;
বহে একই রক্ত ধমনী ভিতর,
একই মাতৃনামে উন্মত্ত হবে।
কে আছ বিপদে না করি দৃক্‌পাত,
মৃত্যু, নির্যাতন, দৈব বজ্রাঘাত,
খণ্ড খণ্ড হয়ে মা'র মুখ চেয়ে
এস কে সহিতে পারিবে।
এস শীঘ্রগতি, বেলা বহে যায়,
এনেছে জাপান উষা এশিয়ায় ;
মধ্যাহ্ন গরিমা নবীন ভারতে,
আসিবে নিশ্চয় আসিবে॥

—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ

## ৩৪

এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্ গো।
আজ আপন পথে ফিরতে হবে, সামনে মিলন স্বর্গ॥
ওরে ওই উঠেছে শঙ্খ বেজে, খুল্‌ল দুয়ার মন্দিরে যে—
লগ্ন বয়ে যায় পাছে, ভাই, কোথায় পূজার অর্ঘ্য॥
এখন যার যা কিছু আছে ঘরে সাজা পূজার থালার 'পরে,
আত্মদানের উৎস ধারায় মঙ্গলঘট ভর্ গো।
আজ নিতেও হবে, দিতেও হবে, দেরি কেন করিস্ তবে—
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে, মর্‌তে হয় তো মর্ গো॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৫

স্বদেশের ধূলি স্বর্ণ রেণু বলি'
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান,
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে,
অনিলে মলয় সদা বহমান।
নন্দন-কাননে কিবা শোভা ছার,
বনরাজি-কান্তি অতুল তাহার,
ফল শস্য তার সুধার আধার,
স্বর্গ হতে সে যে মহা গরীয়ান।
এ দেহ তোমার তারই মাটি হতে,
হয়েছে সৃজিত পোষিত তাহাতে,
মাটি হয়ে পুনঃ মিশিবে তাহাতে
ভবলীলা যবে হবে অবসান।
পিতামহদের অস্থি-মজ্জা যত
ধূলিরূপে তাহে আছে যে মিশ্রিত,
এই মাটি হতে হবে যে উত্থিত
ভাবী কালে তব ভবিষ্য সন্তান॥
কংস-কারাগারে দৈবকীর মত
বক্ষেতে পাষাণ লৌহ-শৃঙ্খলিত
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত,
পরিচয় তুমি তাহারই সন্তান।
প্রকৃত সন্তান জেনো সেই জন
নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জন,
যে করিবে মা'র দুঃখ বিমোচন,
হবে তার মাতৃঋণ-প্রতিদান॥

—গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

## ৩৬

যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা-না। তবে তুই ফিরে যা-না।
যদি তোর ভয় থাকে তো করি মানা॥
যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে ভুলবি যে পথ পায়ে পায়ে,
যদি তোর হাত কাঁপে তো নিবিয়ে আলো সবারে করবি কানা॥
যদি তোর ছাড়তে কিছু না চাহে মন করিস্ ভারী বোঝা আপন—
তবে তুই সইতে কভু পারবি নে রে এ বিষম পথের টানা॥
যদি তোর আপন হতে অকারণে সুখ সদা না জাগে মনে
তবে তুই তর্ক করে সকল কথা করবি নানান্‌খানা॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## ৩৭

লক্ষ প্রাণের দুঃখ যদি বক্ষে তোর বাজে,
মূর্ত্ত করে তোলরে তারে, সকল কাজের মাঝে।
যা ছুটে যা ওরে পাগল,
বজ্র রোলে সবারে বল,
ওঠ্ রে তোরা মোছ আঁখিজল, ভোলরে অলীক লাজে।
প্রাণ দিয়ে তোর জেলে আগুন
জ্বালা সকল ঘরে,
স্বার্থ দ্বন্দ্ব মৃত্যু ভীতি
ছাই হয়ে যাক্ পুড়ে।
আবার চেয়ে দেখুক্ জগৎ
তোরাও মানুষ তোরাও মহৎ,
আজও তোদের শিরায় শিরায়
তপ্ত শোণিত আছে।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

৩৮

শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান,
সব দুর্বল সংশয় হ'ক অবসান।
চির শক্তির নির্ঝর নিত্য ঝরে,
লও সেই অভিষেক ললাট 'পরে
তব জাগ্রত নির্মল নূতন প্রাণ
ত্যাগব্রতে নিক্ দীক্ষা,
বিঘ্ন হ'তে নিক্ শিক্ষা,
নিষ্ঠুর সংকট দিক্ সম্মান।
দুঃখই হ'ক তব বিত্ত মহান্।
চল যাত্রী, চল দিনরাত্রি—
কর অমৃত-লোক-পথ অনুসন্ধান।
জড়তাতামস হও উত্তীর্ণ,
ক্লান্তিজাল কর দীর্ণ-বিদীর্ণ,
দিন অন্তে অপরাজিত চিত্তে
মৃত্যু-তরণ-তীর্থে কর স্নান।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৯

একবার গালভরা মা ডাকে,
( তোরা ) মা ব'লে ডাক, মা বলে ডাক,
মা ব'লে ডাক মাকে।
ডাক এমনি ক'রে, আকাশ ভুবন
সেই ডাকে যাক্ ভ'রে।
আর ভায়ে ভায়ে এক হ'য়ে যাক্,
যে যেখানে থাকে।

দুটি বাহু তুলে নৃত্য ক'রে
ডাক্‌রে মা মা ব'লে ;
আর নেচে নেচে আয়রে মায়ের
ঝাঁপিয়ে পড়ি কোলে।
মায়ের চরণ দুটি জড়িয়ে ধ'রে
আন্‌রে মায়ে লুটে,
ছেলের শুন্‌লে সে ডাক দেখ্‌বো সে মা
কেমন ক'রে থাকে।
দিয়ে করতালি মা মা বলি
ডাক্‌রে এমনি ভেবে,
উঠ্‌বে প্রবল বন্যা ভাবে ভুবন
ভাসিয়ে দিয়ে যাবে।
মায়ের বুকের উপর আছড়ে প'ড়ে
চক্ষু দুটি মুদে,
আমার গান ভেসে যাক্‌, প্রাণ ভেসে যাক্‌,
দেখি শুধুই মাকে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৪০

আপনি অবশ হলি, তবে
বল দিবি তুই কারে ;
উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া,—
ভেঙ্গে পড়িস না রে ;
করিস্‌ নে লাজ, করিস্‌ নে ভয়,
আপনাকে তুই করে নে জয়,—
সবাই তখন সাড়া দেবে,
ডাক দিবি যারে।

বাহির যদি হলি পথে,
ফিরিস্ নে আর কোনো মতে,
ফিরে ফিরে পিছন পানে
চাস্‌নে বারে বারে।
নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে,
ভয় শুধু তোর নিজের মনে,
অভয় চরণ শরণ ক'রে
বাহির হ'য়ে যারে!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## ৪১

হতাশ হ'য়ো না প্রাণে অনুচিত নির্যাতনে,
সাহসে হৃদয় বাঁধ কি শঙ্কা নির্দোষ মনে?
গুর্খা দেখে মূর্খ যত, কি আতঙ্কে অভিভূত,—
উচ্চ শির অবনত, এত শঙ্কা কি কারণে?
যার অঙ্কে জন্ম নিলে, যার শস্যে যার জলে
রবি-শশী-কর-জালে
ধরেছ শরীর—
তার ধন তারে দিতে, তারি তরে কষ্ট পেতে,
মাটীতে মাটীর দেহ
এত শঙ্কা সমর্পণে?
'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মুখে বল ঘরে বসি,
ভয়ে ম্লান মুখশশী,
দেখিলে বিপদ!
একদিন মৃত্যু হবে, নিত্য ভবে নাহি রবে,—
কাঁপে বক্ষ কেন তবে
মাতৃ সম্বোধনে?

—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

৪২

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,
হয়তো রে ফল ফলবে না॥
আসবে পথে আঁধার নেমে, তাই বলে কি রইবি থেমে—
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি,
হয়তো বাতি জ্বলবে না॥
শুনে তোমার মুখের বাণী আসবে ঘিরে বনের প্রাণী—
হয়তো তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া গলবে না।
বদ্ধ দুয়ার দেখলি বলে অমনি কি তুই আসবি চলে—
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে,
হয়তো দুয়ার টলবে না॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৩

চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে ভাই!
জীবন আহবে চল্; চল্ চল্ চল্।
বাজবে সেথা রণভেরী,
আসবে প্রাণে বল; চল্ চল্ চল্।
ছেড়ে দিয়ে সুখ, দূরে রেখে মান,
বীর সাজে আয় হাতে নিয়ে প্রাণ,
বীর দাপে কাঁপবে ধরা,
ক'রবে টলোমল্; চল্ চল্ চল্।
বেঁচে থেকে ভাই কি সুখ আছে?
লাগুক্ জীবন দেশের কাজে,
জীবন গেলে জীবন পাব
হউক জনম সফল; চল্ চল্ চল্।

উঠ্‌ছে দেখ্‌ ঐ তরুণ তপন,
ফুটছে কেমন আশার কিরণ ;
ঐ আশাতে বুক বেঁধে ভাই !
আয়রে দলে দল ; চল্‌ চল্‌ চল্‌ !

—"যুগান্তর"

## ৪৪

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে ।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে ।
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে ॥
যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণ তলে একলা দলো রে ॥
যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৫

হিন্দু মুসলমান, হয়ে এক প্রাণ,
এস পূজি মা'র চরণ দু'খানি।
মর্ম্মে বাজে ব্যথা, জন্মভূমি মাতা,
আমাদের দোষে আজ কাঙ্গালিনী।
মাতা অন্নপূর্ণা, একি বিড়ম্বনা,
অন্নাভাবে মরে লক্ষ লক্ষ প্রাণী।
উঠ উঠ ভাই থেক না অলসে
মাতৃসেবা ব্রত লহ রে হরষে;
মা'র আশীর্বাদে র'ব নিরাপদে
সম্পদে বিপদে কর মা মা ধ্বনি।
ব্রতের নিয়ম শুন দিয়া মন,
'একতা' 'সংযম' অতি প্রয়োজন,
স্বদেশে বাণিজ্যে উন্নতি সাধন,
ভুল না এ কথা মূল মন্ত্র জানি।
স্বদেশী দ্রব্যেতে জীবন যাপন
প্রতি মনে কর প্রতিজ্ঞা এখন,
প্রতি ঘরে ঘরে লহ সমাদরে
স্বদেশীয় দ্রব্য উপাদেয় মানি।
হুজুগে বাঙ্গালী বলে সব জন
এ কলঙ্ক ভাই করহ মোচন,
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন"
কার্যে পরিণত কর সিদ্ধ বাণী।
শক্তিরূপা মাতা শক্তির আকর
পূত ভক্তি ভরে জুড়ি' দুই কর;
মা প্রসন্না হলে কিসে আর ডর
আদ্যাশক্তি মাতা অসুর-ঘাতিনী।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

## ৪৬

বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিসনে ভাই ;
শুধু ভেবে ভেবেই, হাতের লক্ষ্মী ঠেলিসনে ভাই !
একটা কিছু করে নে ঠিক, ভেসে ফেরা মরার অধিক,
বারেক এদিক বারেক ওদিক, এ খেলা আর খেলিস নে ভাই !
মেলে কি না মেলে রতন, করতে তবু হবে যতন,
না যদি হয় মনের মতন, চোখের জল তুই ফেলিসনে ভাই !
ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা, করিসনে আর হেলা ফেলা,
ফুরিয়ে যখন যাবে বেলা, তখন আঁখি মেলিসনে ভাই !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## ৪৭

চল্‌রে চল্‌ সবে ভারত সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান !
বীর দর্পে পৌরুষ গর্বে, সাধরে সাধ সবে দেশেরই কল্যাণ।
পুত্র ভিন্ন মাতৃ দৈন্য কে করে মোচন ?
উঠ, জাগো সবে বলো মাগো, তব পরে সঁপিনু পরাণ !
এক তন্ত্রে কর তপ, এক মন্ত্রে জপ,
শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক, এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ দেশান্তে যাওরে আনতে নব নব জ্ঞান,
নব ভাবে নবোৎসাহে মাতো, উঠাওরে নবতর তান।
লোক-রঞ্জন, লোক-গঞ্জন না করি দৃক্‌পাত,
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব ন্যায়, তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি, হিন্দু মুসলমান,
এক পথে, এক সাথে চল, উড়াইয়ে একতা নিশান।

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৮

ডাকিছে জননী দাঁড়ায়ে শিয়রে,
তবু কি রহিবি শয়নে ?
উঠ গো জাগিয়া মুছাতে মায়ের
অশ্রু ছল ছল নয়নে।
( মায়ের ) কমল-আসন পড়েছে ঢলিয়া,
সাধের বীণাটী গিয়াছে ভাঙ্গিয়া,
ঘন কুন্তল-জাল পড়েছে এলায়ে,
ছিন্ন-অঞ্চল উড়ে পবনে।
( মায়ের ) মলিন বদনে উঠিছে ফুটিয়া
অতীতের শত কাহিনী,
নীরব ভাষায় বাজিছে বীণার
অযুত করুণ-রাগিণী ;
কভু বা উঠিছে নীরব ঝঙ্কার
বিভোল অনিল তাড়নে।
যাঁর চরণোপান্তে বসিয়ে বাল্মীকি
পুণ্য রামায়ণ করিত গান,
যাঁর প্রসাদে ব্যাস কালিদাস
গাইত কাঁপায়ে ধরণী বিমান।
সে জননী আজি দীনা,—শত বিষাদ মলিনা,
ডাকিছে ক্ষীণ করুণ কণ্ঠে
জাগাতে সুপ্ত সন্তানে।

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

৪৯

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক,
জগত-জনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্
মুখ তুলে আজি চাহ রে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে-হৃদয়ে ছুটুক বিজলী,
প্রভাত গগনে কোটি শির তুলি,
নির্ভয়ে আজি গাহরে।
বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে
দশ দিক সুখে হাসিবে।
সেদিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন
আসিবে সেদিন আসিবে।
আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যাবে চলে
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।
সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্বাদ,
না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে উঠে প্রাণ
বিমল প্রতিভা বিকাশে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫০

এতদিন পরে, জননীরে যবে
আজিকে পড়েছে মনে,
মায়ের সন্তান কেউ কোথা আর
থাকিস্ না নিরজনে।
সবে মিলে তোরা কর আয়োজন,
মাতৃপূজার বসা রে বোধন ;
দুঃখ দৈন্য ক্লেশ মলিনতা
দূর কর্ প্রাণপণে,
বেলা গেল ব'য়ে মিছে কাজ লয়ে
থাকিস্‌নে নিরজনে।
ওই শোন্ ওই মায়ের অভাব
বস্ত্র নাহিক ঘরে।
অন্ন বিহনে শীর্ণ যে তনু
রত্ন হরেছে পরে।
কোটি পুত্র তোরা আছিস্
পেয়েছিস্ নব প্রাণ,
এখন সকলে বল্‌রে তোরা,
কি করিবি মাকে দান ?
কি দিয়ে তাঁহার করিবি সজ্জা,
কেমনে হরিবি দীনতা লজ্জা,
সব ত দিছিস্ পরপদতলে,
কেমনে রাখিবি মান ?
এখন সকলে বল্‌রে তোরা,
কি করিবি মাকে দান ?
বিদেশী বণিক্ শতবর্ষ ধরে
যে ধন লয়েছে হরে,

পারিবি কি তাহা কাড়িয়া আনিতে,
পারিবি কি দিতে প্রাণ?
পারিবি কি তোরা ঘুচাতে দুঃখ
মায়ের মুখটি ম্লান?
সবে মিলে তবে কর্ আয়োজন,
মাতৃপূজার বসা রে বোধন;
এক প্রাণ হ'য়ে মনে বল লয়ে
হ'রে সবে আগুয়ান,
হাসিমুখে তোরা অকাতরে কর্
লক্ষটি শির দান।
থাকুক্ শিয়রে লক্ষ কৃপাণ
লক্ষ ঝঞ্ঝাবাত,
মরণের ভয় শত বিভীষিকা
করিস্‌নে দৃক্‌পাত;
নবীন সাহসে হাতে তুলে ধর্
মাতৃজয়-নিশান;
বিশ্বসমাজে পরিচয় দে রে
তোরা কার সন্তান।
ওই দেখ ওই জননী তোদের
কাতর মলিন ক্ষীণা,
দ্বারে দ্বারে ফেরে ভিখারিণী মত
অন্ন-বস্ত্র-হীনা।
শত কোটি তোরা পুত্র যে তার
পেয়েছিস্ নব প্রাণ,
আর কেন বল্ নীরবে শুনিবি
মাতৃ-দৈন্য গান?

—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

## ৫১

ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস্,
এই বেলা তুই দিয়ে দে না!
ওরে মায়ের তরে প্রাণটি দিবার
এমন সুযোগ আর হবে না।
যখন দুদিন আগে দুদিন পরে তফাৎ মাত্র এই—
তখন অমূল্য এই মানব জনম বৃথা দিতে নেই;
ওরে ক্ষ্যাপা!
মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন দেরে মায়ের তরে;
অমর জীবন পাবি রে ভাই, জগৎ-মায়ের বরে।
কি দিয়েছিস্ লিখবে যখন পরকালের খাতা—
তখন তোরই দানে হবে আলো বইয়ের প্রথম পাতা।

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

## ৫২

এ জগতে যদি বাঁচিবি!
ওরে অক্ষম ওরে দুর্বল,
বীর-বিক্রম কর সম্বল,
যদি জীবন ধারণে বাসনা।
ওরে অধম চপল ঘৃণ্য
নিজ সংযম বল ভিন্ন,
কহ আছে কি অন্য সাধনা?
বিপদে অভয়, জীবনে বিজয়,
কোথা কে বা আর যাচিবি?
সাধনার 'পর নির্ভর কর্,
এ জগতে যদি বাঁচিবি।

ছি, ছি, মিথ্যা গরিমা গাহিয়া,
নিজে আত্ম-মহিমা কহিয়া,
হইবে শ্রেষ্ঠ ভবে কি ?
ওড়ে ফুৎকারে কি রে হীনতা ?
ত্যজ ধিক্কারে নিজ নীচতা,
গুরু বচন দম্ভে হবে কি !
হইতে উচ্চ, শুধু কি তুচ্ছ
বচনগুচ্ছ রচিবি ?
কর্মের 'পর নির্ভর কর
এ জগতে যদি বাঁচিবি।
সহি চরণ-দলন ধীরতা,
করি বেদন-রোদন বীরতা
কাজ কি রে ভীরু বাড়াইয়ে ?

সহে ভীষণ তাড়ন মানুষে,
হ'লে পাষাণ-পীড়ন, মানুষে
দেয় অগ্নির কণা ছড়ায়ে—
মায়ের আশিষ লভিতে পারিস্
শূর সম যদি রাজিবি,
মায়ের উপর নির্ভর কর্
এ জগতে যদি বাঁচিবি।

কেন বনে বনে বৃথা ক্রন্দন ?
বাঁধো প্রাণে প্রাণে প্রীতি-বন্ধন,
যদি জীবন লভিতে বাসনা।
সবে লভি বল, বাধা ঠেলিয়া,
চলো কাজে চলো কথা ফেলিয়া,
করি বিধির করুণা যাচিয়া,
লভিবে অমর অক্ষয় বর,

ভাই ভাই যদি সাজিবি
বিধির উপর নির্ভর কর্
 এ জগতে যদি বাঁচিবি।
এসো অক্ষম এসো ঘৃণ্য,
এতো অধম অবশ খিন্ন,
এসো মাতার চরণে নমিয়া
এসো ধাতার করুণা ধ্বনিয়া
 এসো সাধনার বলে সদলে।
পূত সংযমে, বীর বিক্রমে
 অতুল কীর্তি রচিবি।
ধর্মের 'পর, নির্ভর কর
 এ জগতে যদি বাঁচিবি।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

৫৩

'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র গ্রহণে
 শ্মশান-সাধনে চলরে চল্!
পিশাচ তাণ্ডবে, ভ্রুকুটি ভৈরবে,
 যাবে, হবে না বিফল।
ভূত প্রেত দানা, দিবে নানা হানা,
 ভারত শ্মশানে কঠোর সাধনা ;—
'শুনি হিলিকিলি যাদুকর-বুলি
 দিলে আঁখি খুলি' যাবে রসাতল।
কর শবাসনে ভারত-শ্মশানে—
নিয়ত নির্ভয়ে শ্যামার ধ্যেয়ানে,
পাবে যুগে যুগে দাস-দশা ভুগে—
 রাজরাজেশ্বরী চরণ-কমল।

—অশ্বিনীকুমার দত্ত

৫৪

কে ডাকে ঐ শোন্‌রে বধির,
কি গান আজি গায় সমীর,
পরাণ চাই, জীবন চাই,
চাই শুধু ঐ হৃদ্‌-রুধির।
ভাব উচ্ছ্বাসের নাইক' বেলা,
ফেলে দে সব ধূলো খেলা,
আজ মরণ সনে যুঝতে হবে
জীবন দিয়ে কর্ম্মবীর।
অপমানের আবর্জ্জনা, অনেক দিনের সঞ্চিত,
অধীনতার কঠোর বাঁধন ছিঁড়তে হবে নিশ্চিত ;
আয় ছুটে আয় আয়রে তোরা
মা যে তোদের পাগল-পারা,
চোখের জলে ভাসায় ধরা,
ঘুচারে তার অশ্রুনীর।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

৫৫

হবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা,
অগ্নিমন্ত্রে কি না ?
তৃণ বলি' তোরে গরবে হেলায়,
দলিতেছে অরি চরণ-তলায়,
পোড়াতে অরিকে, পুড়িয়া মরিতে—
পারিবি কি না ?
দগ্ধ-ভস্মে গ্রাসিতে বিশ্ব
পারিবি কি না ?

লভ গো মৃত্যু জিনিতে শক্র—
যে করে তোমারে ঘৃণা,
তবে পরীক্ষা, তোমার দীক্ষা,
অগ্নি-মন্ত্রে কি না!
ভীষণ কান্তি আসিছে মরণ,
মহা-অরণ্যে করি' বিচরণ,
কৃষ্ণ-হস্তে শাণিত অস্ত্র
ধরিবি কি না?
ধেয়ে আয় যারা মরিতে পারিস্
শ্মশানের ধূমে মিশাইতে বিষ,
মরণ আদেশ দিতেছে স্বদেশ,
পালিবি কি না?
সৃজি' হলাহল শোণিত তরল,
ঢালিবি' কি না?
জাগে অপমান বিন্ধ্য-সমান,
ঘুচে কি মরণ বিনা?
আজি পরীক্ষা, তোমার দীক্ষা,
অগ্নি-মন্ত্রে কি না।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

৫৬

রেখে দাও, রেখে দাও প্রেমগীত স্বরে রে,
কেন ও কুহক আর ভারত ভিতরে রে!
যাও চলি, পরভৃৎ,
চাহি না ও মৃদুগীত,
গাওরে পাপিয়া তবে ভাসায়ে অম্বরে রে!

শুনিয়া মুরলী তান,
জাগিবে না আর্য্য প্রাণ,
ঢালিবে সে স্বপ্ন তার শ্রবণ কুহরে রে !
উঠ তবে পার যদি
রে তুরী গগনভেদী
উঠ কাঁপি দূরাকাশে লহরে লহরে রে !
শঙ্কর গৌতম-কথা,
প্রতাপের বীর গাথা
গাও আজি পথে পথে নগরে নগরে রে !
মিলি আর্য্যকবিগণে
গাওরে উন্মত্ত মনে.
নীরব পুরাণ গীত সানন্দ অন্তরে রে !
রেখে দাও, রেখে দাও প্রেমগীত স্বরে রে !

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৫৭

আগে চল্, আগে চল্, ভাই !
প'ড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই !
আগে চল্, আগে চল্ ভাই !
প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময় দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়—
'সময় সময়' ক'রে পাঁজিপুথি ধরে
সময় কোথা পাবি বল্ ভাই !
পিছায়ে যে আছে তাকে ডেকে নাও নিয়ে যাও সাথে ক'রে,—
কেহ নাহি আসে একা চলে যাও মহত্ত্বের পথ ধ'রে।
পিছু হ'তে ডাকে মায়ের কাঁদন ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন—
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন মিছে নয়নের জল ভাই !
আগে চল্, আগে চল্ ভাই !

চিরদিন আছি ভিখারীর মতো জগতের পথপাশে—
যারা চলে যায় কৃপাচক্ষে চায় পথধূলা উড়ে আসে।
ধূলিশয্যা ছাড়ি ওঠো ওঠো সবে মানবের সাথে যোগ দিতে হবে—
তা যদি না পারো চেয়ে দেখো তবে ওই আছে রসাতল্, ভাই—
আগে চল্, আগে চল্, ভাই!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৮

আজ আয় আয় ভাই সব মিলে।
সাধিতে স্বদেশ হিত আয়রে সকলে।
চিরদিন দুখে বসি কি হবে কাঁদিলে,
একা অসহায় ভাই মোরা ধরাতলে;
হয় কি উদ্ধার কাজ এক নাহি হ'লে,
হয় কি উদ্ধার কাজ প্রাণ নাহি দিলে;
আয় একবার সবে দ্বেষ হিংসা ভুলে,
আয় এই দুখনিশি দূরে যাবে চলে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৫৯

কারার ঐ লৌহ কবাট
ভেঙে ফেল্। কররে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল-পূজোর পাষাণ বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ!
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি'।

গাজনের বাজনা বাজা!
কে মালিক? কে সে রাজা?
কে দ্যায় সাজা
মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে?
হা-হা-হা পায় যে হাসি,
ভগবান্ পরবে ফাঁসি?
সর্ব্বনাশী
শিখায় এ হীন তথ্য কে রে?

ওরে ও পাগলা ভোলা
দেরে দে প্রলয় দোলা
গারদগুলা
জোর্‌সে ধরে হেঁচকা টানে!
মার হাঁক হৈদরী হাঁক,
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক
ডাক্ ওরে ডাক্
মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে!

নাচে ও কাল-বোশেখী,
কাটাবি কাল ব'সে কি?
দে রে দেখি
ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি'!
লাথি মার ভাঙরে তালা!
যত সব বন্দী-শালায়—
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল্ উপাড়ি'।

—নজরুল ইসলাম্

৬০

জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ-অনল।
ফেলিব না শোকে আর নয়নের জল।
কাঁদিয়াছি বহুদিন কাঁদিব না আর হে,
দেখিব আজো এ মনে আছে কত বল ;
বিভব গৌরব মান সকলি নির্ব্বাণ হে
আছে মাত্র আর্য্যবংশ গরিমা সম্বল।
এখনও আমরা সেই আর্য্যের সন্তান হে,
বহিছে শিরায় আর্য্য-শোণিত প্রবল।
সেই বেদ, সে পুরাণ আজো বর্ত্তমান হে
সে দর্শন যাহে মুগ্ধ আজো ভূমণ্ডল।
সেই ঘাট, সেই বিন্ধ্য সেই হিমালয় হে,
জাহ্নবী যমুনাবারি আজো নিরমল।
আজিও বিস্তৃত সেই পুণ্য আর্য্যস্থান হে,
আমরা সন্তান তাঁর কেন হীনবল!
উঠ অগ্রসর, ভাই, ত্যজি বিসম্বাদ হে,
ভাই ভাই মিলি সাধ স্বদেশ-মঙ্গল।
অজস্র রোদনে যাহা হয়নি সাধন হে,
আজি নবোৎসাহে তাহা হইবে সফল।
জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ-অনল।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৬১

দেবী, জীবন তুচ্ছ করিতে শিখাও
জীবন করিব ধন্য,
সকলের আগে সেবিতে চরণ,
সকলের আগে লভিতে মরণ,
সেবকবর্গ মাঝারে আমারে
কর গো অগ্রগণ্য।
জয় পরাজয় মান অপমান,
না মানিয়া মনে হব আগুয়ান,
অরির প্রহারে বক্ষেতে ক্ষত
লভিব তোমারি জন্য।
শুনি পুরাকালে হইল যখনি,
বীরের শোণিতে সিক্ত অবনী,
কে পারে গণিতে, সে শোণিতে কত
জনমিল বীর সৈন্য।
আজিকে আমার রুধির ধারায়—
তোমার চরণতলের ধরায়,
দেখি জাগে কি না লভিয়া শক্তি
নবীন ভক্ত অন্য।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

৬২

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর সন্তানে তব আজ।
আশীর্ব্বাদের বর্ম্ম পরাও ঘুচায়ে দৈন্য সাজ।
তপ্ত কর মা হৃদয় রুধির,
দূর ক'রে দাও ভীতি অশ্রুনীর
দাঁড়াই আমরা মা তোরে ঘিরিয়া,
বিশ্ব-সভার মাঝ।

মানুষ আমরা নহি ত মা হীন,
তুই যার মা সে কি কভু দীন ?
তবে কেন মিছে পড়ে থাকা পিছে,
কেন এ অলীক লাজ ?
এস এস এস, এস মা আমার—
দশপ্রহরণ-ধারিণী।
হাস মা অট্ট অট্ট-হাস্য
ভূলোক-দ্যুলোক-নাদিনী।
মোরা করি বিদূরিত স্বার্থ দ্বন্দ্ব
সাধিয়া তোমার কাজ।
—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

৬৩

শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত মোরা
অভয়া-চরণে নম্রশির,
ডরিনা রক্ত ঝরিতে ঝরাতে
দৃপ্ত আমরা ভক্তবীর।
জননী মোদের জগদ্ধাত্রী,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্রী
ঈপ্সিত-বর অভয়-দাত্রী,
অধিষ্ঠাত্রী ত্রিলোকীর।
আবাহন মা'র যুদ্ধ-ঝননে,
তৃপ্তি তপ্ত-রক্ত-ক্ষরণে,
পশুবধ আর অসুর-দলনে,
মায়ের খড়্গ ব্যাগ্রাধীর।

সূর্য্যখচিত অতুল আস্য
নিরাশা-ধ্বান্ত-বিনাশী-আস্থ,
রাতুল-চরণ দেব-উপাস্থ
সিংহ-পৃষ্ঠে অটল স্থির।
কিরীট-দীপ্ত ক্ষুব্ধ-গগনে
দ্রুত-বিদ্যুৎ স্ফুরিছে সঘনে,
যেন বা বহ্নি জলধি-মথনে
জন্ম হ'তেছে জয়শ্রীর।
করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি
ভরিয়া আশীষে নিখিল স্বষ্টি
সার্থক করি মানব-দৃষ্টি,—
রচি রোমাঞ্চ ধরিত্রীর।
গৌরবময় পুণ্য-দৃশ্য!
উচ্ছ্বাস ভরে স্তব্ধ বিশ্ব,
ভরা-বিশ্বাসে শক্তি-শিষ্য
ধরায় লুটাও স্বশরীর।
মায়ের আরতি অরাতি-নাশন
পদে অঞ্জলি বাঞ্ছা-পূরণ
দুঃখ-নিশি-হরা সোনার বরণ,
উষা জাগে শিরে হোমার্চ্চির!
মায়ের করুণা বড় নির্ম্মম,
আহুতি-তৃপ্ত হুতাশন সম,
হস্তে নির্ম্মল, দহন প্রথম,—
অন্তে বিশ্ববিজয়ী বীর।
কর পদাঘাত বিপদ-মাথায়,
ভর ধরাতল বিজয়-গাথায়,
হর! হর! হর! বিঘ্ন কোথায়?
শমন ভৃত্য জননীর।

দর্পে উড়িছে রক্ত-নিশান
ক্রূর-বিজলী ঝলসে কৃপাণ,
নিদ্রা-বিদারী সমর-বিষাণ
ঘোষে 'দ্বিষো জহি' মথি' সমীর।
অভয়োল্লাসে জননীদত্ত
হৃদে কল্লোলি' ছুটুক মত্ত,
বহ্নি-সদৃশ শোণিতাবর্ত্ত
রক্ত আঁখিতে ভক্তিনীর।
স্বার্থ ও রিপু নির্দ্দয়ে দলি'—
দাও যুগপৎ ও চরণে বলি
রুধির ধারায় চরণাঙ্গুলি
রঞ্জি লুটুক ছিন্ন শির!
মা গো! জবার বদলে ছিন্ন শির।
—বরদাচরণ মিত্র

৬৪

আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু এখন,
ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক,
ফিরব না গো আর—
তোমারে করি নমস্কার।
আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি
বিপদ বাধা নাই গণি
ওগো কর্ণধার।
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী,
দাও গো করি পার—
তোমারে করি নমস্কার॥

এখন রইল যারা আপন ঘরে
চাবো না পথ তাদের তরে
ওগো কর্ণধার।
যখন তোমার সময় এলো কাছে
তখন কে বা কার—
তোমারে করি নমস্কার।
মোদের কে বা আপন, কে বা অপর,
কোথায় বাহির, কোথা বা ঘর
ওগো কর্ণধার।
চেয়ে তোমার মুখে মনের সুখে
নেব সকল ভার—
তোমারে করি নমস্কার॥

আমরা নিয়েছি দাঁড়, তুলেছি পাল,
এখন তুমি ধর গো হাল,
ওগো কর্ণধার।
মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন,
ভাবনা কী বা তার—
তোমারে করি নমস্কার।
আমরা সহায় খুঁজে দ্বারে দ্বারে
ফিরব না আর বারে বারে
ওগো কর্ণধার।
কেবল তুমিই আছ, আমরা আছি,
এই জেনেছি সার—
তোমারে করি নমস্কার॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৫

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর
দুঃখিনী জনম-ভূমি, মা আমার, মা আমার।

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অরপিব নিয়োজিতে তব কাজে।
ছোট-খাটো সুখ দুঃখ কে হিসাব রাখে তার
তুমি যবে চাহ কাজ, মা আমার, মা আমার।

অতীতের কথা কহি বর্ত্তমান যদি যায়
সে কথাও কহিব না হৃদয়ে জপিব তায়।
গাহি যদি কোনও গান গাব তব অনিবার,
মরিব তোমারি তরে, মা আমার, মা আমার।

মরিব তোমারি কাজে বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কে বা ধরে?
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক-ভার
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ, মা আমার, মা আমার।

—কামিনী রায়

৬৬

আসিয়াছি আজি জাগিয়া প্রভাতে
প্রবেশিতে নব জগৎ সভাতে,
শুভ্র-পুণ্য-বসন অঙ্গে পরিয়ে দে মা!
করিয়ে আশীষ শিরে উষ্ণীষ
জড়িয়ে দেমা!

কর্ম্মের পথ রুধিয়া আমার
দাঁড়ায়ে উচ্চ জড়তা পাহাড়,
ঠেলিয়ে চরণে সে বাধা ভীষণ
সরিয়ে দে মা!
আছে তার পর নিরাশা সাগর
তরিয়ে দে মা!
সমর-পথে হইব যাত্রী,
দেহ গো শস্ত্র জগদ্ধাত্রি;
প্রীতির ধর্ম্ম অটুট বর্ম্মে
পরিয়ে দে মা!
তূণেতে আমার শর সাধনার
ভরিয়ে দে মা!

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

৬৭

মুক্তি মোদের পরাণ বঁধু
বন্দীশালা মোদের ঘর;
মরণ মোদের পিয়ায় মধু,
কামান শোনায় বাঁশীর স্বর।
স্বাধীনতার প্রেমে পাগল,
তাই ভেঙেছি ঘরের আগল,
আপন বুকের রক্ত-রাঙা
মোদের মাথায় লাল টোপর।
অমূল্যধন মুক্তি রতন,
বাইরে কোথায় খুঁজিস তায়?
দুখের বুকে সৃষ্টি তাহার,
বন্দীশালার কারখানায়।

ভালো তারে বাসলো যে জন,
ব্যথায় তাহার ভ'রলো জীবন,
দৈন্য হ'লো সাথের সাথী,
সঙ্গী হ'লো প্রলয়-ঝড়।
—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

৬৮

আমরা যা করছি তা ক'রবোই ক'রবো,
আমরা যা বলছি তা ব'লবোই ব'লবো।
থাক না কেন কাঁটা তরু,
গিরি গহ্বর গহন মরু,
যে পথে চ'লেছি মোরা
চ'লবোই চ'লবো।
যাই বলো আর যাই করো,
লাঠিই মারো অসিই ধরো,
মায়ের পীড়ন বুক পেতে মোরা
ধ'রবোই ধ'রবো।
ছিন্নই করো, ভিন্নই করো,
আট কোটি ভাই হবোই জড়ো,
ঝঞ্ঝা তুফান সকলই আমরা,
ত'রবোই ত'রবো।
—প্রমথনাথ দত্ত

৬৯

আমরা সব মায়ের ছেলে, মাকে পেলে কাকে ডরাই ?
আকাশেতে মনের সাধে, মায়ের নামে নিশান উড়াই।
বঙ্গভূমি আমাদের মা, জগতে তাঁর নাই তুলনা,
লোকে করে ধনের গর্ব্ব, আমরা করি মায়ের বড়াই !

মায়ের শস্যে জীবন ধরি, মায়ের জলে তৃষ্ণা হরি,
মায়ের নামে, মায়ের প্রেমে, মায়ের কোলে নেচে বেড়াই।
মায়ের কোলে যবে থাকি, কিছুতে ভয় নাহি রাখি ;
মা মা বলে অবহেলে বিপদ বাধা সকল এড়াই।
মা আমাদের অগ্নিময়ী, মায়ের নামে বিশ্বজয়ী,
আমরা সবে মিলে মিশে, দেশে দেশে আগুন ছড়াই।

—রামচন্দ্র দাস

৭০

মা গো যায় যেন জীবন চলে,
শুধু জগৎ-মাঝে তোমার কাজে
'বন্দে মাতরম্' বলে।
আমার যায় যেন জীবন চলে।

যখন মুদে নয়ন করবো শয়ন
শমনের সেই শেষ জালে,
তখন সবই আমার হবে আঁধার,
স্থান দিও মা ঐ কোলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে।

আমার মান অপমান সবই সমান,
দলুক না চরণ তলে !
যদি সইতে পারি মায়ের পীড়ন
মানুষ হব কোন কালে ?
আমার যায় যাবে জীবন চলে।

লাল টুপি আর কাল কোর্ত্তা,
জুজুর ভয় কি আর চলে ?
আমি মায়ের সেবায় রইব রত,
পাশব-বলে দিক জেলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে।

আমায়   বেত মেরে কি মা ভুলাবে
        আমি কি মার সেই ছেলে!
দেখে   রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
        কে পালাবে মা ফেলে?
আমার   যায় যাবে জীবন চলে।

আমি   ধন্য হব মায়ের জন্য
        লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের   বেত্রাঘাতে কারাগারে
        ফাঁসিকাঠে ঝুলিলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে।

যে মার কোলে নাচি, শস্যে বাঁচি,
        তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে,
বল   লাঞ্ছনার ভয় কার কোথা রয়
        সে মায়ের নাম স্মরিলে।
আমার   যায় যাবে জীবন চলে।

বিশারদ কয়, বিনা কষ্টে
        সুখ হবে না ভূতলে,
সে ত   অধম যে হয় সইতে রাজী
        উত্তমে চাও মুখ তুলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে॥

—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

৭১

আয়, আজি আয়, মরিবি কে ?
পিষিতে অস্থি শোষিতে রুধির
নিশীথে শ্মশানে পিশাচ অধীর,
থাকিতে তন্ত্র সাধন মন্ত্র
প্রেত ভয়ে ছি ! ছি ! ডরিবি কে ?
মড়ার মতন না লভি মরণ,
সাধকের মত মরিবি কে ?
আয়, আজি আয়, মরিবি কে ?
অসুর নিধনে কিসের তরাস্
পশুর নিনাদে তোরা কি ডরাস্ ?
না গণি বিজন কানন ভীষণ,
বিষম বিপদ বরিবি কে ?
নিষ্ঠুর অরি সংহার করি
বীরের মত মরিবি কে ?
উঠিছে সিন্ধু মথিয়া তুফান
ছুটিছে ঊর্ম্মি পরশি' বিমান,
সাহসেতে ভর করি সে সাগর,
হাসি মুখে তোরা তরিবি কে ?
আয়, আজি আয়, মরিবি কে ?
চরণের তলে দলি রিপুগণ,
লভিত নির্ব্বাণে অমর জীবন,
তাদেরি অংশে তাদেরি বংশে
জনম, সে কথা স্মরিবি কে ?
লভিতে তূর্ণ, ত্রিদিব-পুণ্য
আর্য্যের মতো মরিবি কে ?
আয়, আজি আয়, মরিবি কে ?

চন্দন মাখা হাতে দেববালা,
নন্দন-ফুলে গাঁথি জয়মালা,
তোমারে নিরখি' রয়েছে অপেখি',
সে বিজয়-মালা পরিবি কে ?
মাতি সৌরভে যশে গৌরবে,
অমর হইয়া মরিবি কে ?
আয়, আজি আয়, মরিবি কে ?

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

৭২

তোমারি তরে, মা, সঁপিনু ( এ ) দেহ,
তোমারি তরে, মা, সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্বল
তোমারি কার্য সাধিবে ;
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
তোমারি পাশ নাশিবে।
যদিও, হে দেবি ! শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবে না,
তবু, ও গো মাতা, পারি তা ঢালিতে
এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে—
নিবাতে তোমার যাতনা।
যদিও জননী, যদিও আমার
এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কী জানি যদি, মা, একটি সন্তান
জাগি ওঠে শুনি এ বীণাতান ?

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৩

( আমরা ) মায়ের ছেলে সবাই মিলে মাকে পূজিব,
রাঙ্গা পায়ে রাঙ্গা জবা দিয়ে সাজাব।
মা আমাদের আমরা মায়ের,
ভয় ভাবনা নাইক' মোদের,
মায়ের কাজে মায়ের ধ্যানে পরাণ সঁপিব।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

৭৪

আমি মরণ আজিকে বরণ করিব
শরণ তবু না চাই;
আমি নয়ন আজিকে দমন করেছি,
অশ্রু তাহাতে নাই।
শত বেদনা,—আমার কামনা আজিকে,
লাঞ্ছনা সুখে বহিব,
শরণ কভু না মাগিব,
আজি মঙ্গল নহে সম্বল মোর
সহায় চাই না দৈব।
বিপদ বরেছি সম্পদ ফেলি
অশনি মাথায় লইব,
বৃশ্চিক শত দংশনে রত
যন্ত্রণা তাহাতে নাই,
বজ্র ধরিতে চাই।
আজি বিশ্বে কারেও করি না ক ভয়
ভয়েরে করেছি জয়;

শাসন বাঁধন কিছুই মানি না,
ঝঞ্ঝা প্রলয় লয় ;
শয়ন শিয়রে কৃপাণ ঝুলিয়ে
মরণ নিঃসংশয় ।
কারেও করি না ভয় ।
—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

৭৫

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন ।
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয় ।
আমরা ডরাইব না ঝটিকা ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায় ।
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন ।
আসুক সহস্র বাধা বাধুক প্রলয়
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয় ।
—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৬

আমরা কি এতই ছোট, এমনি দীন হীন,
( তাই ) তোমরা সবাই মোদের করতে চাও ক্ষীণ ?
চরণতলে দল্‌লে পরে,
ক্ষুদ্র কীটও কামড়ে ধরে,
(তখন) বিষের জ্বালায় আকুল হ'য়ে জ্বল্‌বে চিরদিন ।

ছাখ্ চেয়ে মা আমাদের দৈত্যদলনী!
দাঁড়িয়ে আছেন আকাশতলে রৌদ্রবসনী!
আর কি গণি, আর কি মানি,
তোমাদের এই ঝন্‌ঝনানি—
রুদ্র তেজে চলবো সেজে শুধ্‌বো মায়ের ঋণ।

—প্রমথনাথ দত্ত

৭৭

আর আমরা পরের মাকে
মা বলে ডাকবো না,
জয় জননী জন্মভূমি,
তোমার চরণ ছাড়বো না।
ফিরবো না আর দ্বারে দ্বারে,
ভাসবো না আর নয়ন নীরে,
কি সুধা তোর হৃদয় ক্ষীরে,
জীবনে মা ভুলবো না।
কি করুণা, কি মহিমা,
কি অতুল মধুরিমা,
সুজলা সুফলা শ্যামা,
এমন মা আর পাবো না।

—ভূষণ দাস

৭৮

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক,
আমি তোমায় ছাড়বো না মা!
(আমি) তোমার চরণ করবো শরণ,
আর কারো ধার ধারবো না মা!

কে বলে তোর দরিদ্র ঘর,
হৃদয়ে তোর রতনরাশি—
(আমি) জানি গো তোর মূল্য জানি,
পরের আদর কাড়বো না মা!
মানের আশে দেশ বিদেশে
যে মরে সে মরুক ঘুরে—
(তোমার) ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা,
ভুল্‌তে সে যে পারবো না মা!
ধনে মানে লোকের টানে
ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায়—
(ও মা) ভয় যে জাগে শিয়র-বাগে,
কারো কাছেই হারবো না মা!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## ৭৯

আজি নূতন প্রাণে নূতন টানে
চালাও তরণী,
মোদের মরা গাঙ্গে বান এসেছে,—
চল্‌ছে উজান পানি।
সাগর-পারের তুফান দেখে
আর কি মোরা ডরি?
বল পেয়েছি মায়ের নামে
ক'সে চালাও তরী।
রম্‌ রমা রম্‌, ঝম্‌ ঝমা ঝম্‌
কাঁপায়ে মেদিনী।

"বন্দে মাতরম্" ব'লে
জোরে মার টান্
আপদ বালাই ঠেলে তরী
ছুটিবে উজান ;
এখন চিনেছি পথ, গেছে বিপদ,
কূল দেবে জননী।

—গোবিন্দচন্দ্র দে

৮০

আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দুবেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না॥
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে—
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না॥
শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে—
সহজ পথে চলব ভেবে পড়ব না, পাঁকের 'পরে পড়ব না॥
ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে—
বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না, ঘরের কোণে সরব না॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮১

জাগ্‌তে হবে, উঠ্‌তে হবে, লাগ্‌তে হবে কাজে,
জগৎ মাঝে কেউ বসে নাই, মোদের কি ঘুম সাজে!
যেতে হবে সাগরের পার,
এখন ছাড়তে হবে জেতের বিচার,
শুন্‌তে হবে জগত-বীণা, কোন্ সুরেতে বাজে।
পরের খেয়ে পরের লয়ে,
চল্‌বে না দিন গেছে বয়ে,
পা থাকিতে নিচ্ছি লাঠি হাসে লোক-সমাজে।
যাদের মা উপবাসী,
তাদের মুখে রঙ্গ হাসি
দেখে মুকুন্দ মরে যায় আজ, ঘৃণা অভিমান লাজে।

—মুকুন্দচন্দ্র দাস

## ৮২

আবার যখন গান ধরেছি,
গাইবো সেই গান ;
বুকটা যাতে ফুলে ওঠে,
শিরায় যাতে অগ্নি ছোটে
তন্দ্রা যাতে যায় গো টুটে,
মাতায় যাহে প্রাণ !
অগ্নি-গিরির গর্ভমাঝে সাগর গর্জনে,
সিংহনাদের ঝড়ের বুকে, মেঘের তর্জনে,
এদের ভেতর ওতপ্রোত,
রয়েছে সে সুরের স্রোত,
আজকে সে যে বাহির হবে,
করবে প্রলয়-অভিযান।
খধূপ সব ঊর্দ্ধে উঠে, আকাশ লুটে নেবে,
চন্দ্র সূর্য অবাক হ'য়ে থাকবে চেয়ে সবে,—
পাখা মেলি পাখীর মতন,
বিদারিয়া ঊর্দ্ধ-গগন
বিশ্বরাজের চরণ-তলে
লভিবে নির্বাণ।
গান গেয়েছি অনেক বটে, তারে কি কয় গান ?
আকাশ পৃথ্বী হ'লো না যায় টলটলায়মান ?
ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস,
উঠলো না যায় ঘূর্ণিবাতাস,
লক্ষ প্রাণের সম্মুখে যার
ডাক্‌লো না ক বান।
—হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৮৩

ঘুচাতে তোমার দৈন্য, মা,
সন্তান আজ জেগেছে ;
চেতনার নব অঞ্জন-রেখা
সুপ্তনয়নে লেগেছে।
চিরপরদাস, টুটিয়াছে ফাঁস
মাতৃচরণ ঘিরেছে ;
তোমার উদার অঞ্চল-মাঝে
স্নেহে জননি ! ফিরেছে।
ঘরে ঘরে আজি মহাপূজা তব,
কীর্ত্তিত তব গরিমা।
ধনধান্যের পূর্ণ পসরা
ভাণ্ডার তব ভরি মা !
উত্থিত নিতি, বন্দন গীতি—
আট কোটি প্রাণ মোহিয়া,
বিধাতার শুভ আশীষ ঝরিছে
শান্তি-ধারা বহিয়া।
প্রেমডোরে তব দৃঢ় করি আজি
রাখ বাঙ্গালীরে বাঁধি' মা !
পদতলে দলি' বিদেশী বিলাস
তব ব্রত যেন সাধি মা !
হউক মলিন, তবু চিরদিন
অভিমান-মদ ভুলিয়া।
তোমারি বসনে ঘুচাইব লাজ,
নতশিরে লব তুলিয়া।
কর আশীর্ব্বাদ যুগযুগান্তরে
এ কামনা র'ক বাঁচিয়া,

নাহি কাজ প্রাণে, আজীবন শুধু
পরের প্রসাদ যাচিয়া ;
তোমারি কল্যাণ নিশিদিনমান
সাধনা মোদের হোক্ মা,—
তব পদরেণু সকল বাসনা
পবিত্র করি র'ক মা !

—গিরিজাকুমার বসু

৮৪

এই শিকর-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল
এই শিকল পরেই শিকল তোদের কর্‌ব যে বিকল ॥
তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হ'তে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়।
এই বাঁধন প'রেই বাঁধন ভয়কে করবো মোরা জয়।
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল ॥
তোমরা বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে কর্‌ছ বিশ্ব গ্রাস
আর ত্রাস দেখিয়েই ক'রবে ভাব্‌ছো বিধির শক্তি হ্রাস !
সেই ভয় দেখানো ভূতের মোরা কর্‌ব সর্ব্বনাশ,
এবার আন্‌বো মাভৈঃ—বিজয়-মন্ত্র বলহীনের বল ॥
তোমরা ভয় দেখিয়ে কর্‌ছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে কর্‌ব তারে লয়,
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আন্‌ব বরাভয়।
মোরা ফাঁসি প'রে আন্‌ব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল ॥
ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল-ঝঞ্ঝনা,
সে যে মুক্তি-পথের অগ্র-দূতের চরণ-বন্দনা !
এই এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হান্‌ছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জল্‌বে দেশে আবার বজ্রানল।

—নজরুল ইসলাম

৮৫

এলে কি কমলা! এলে কি আবার
বঙ্গ করিতে আলো!
জ্বাল মা লাঞ্ছিত আঁধার বঙ্গে
তব অমৃত দীপ জ্বাল!
দানব-নিপীড়িত বিশীর্ণ বঙ্গে,
তব-আঁচল-সিংহাসন পাত মা রঙ্গে,
বরিষ স্নেহ-আশীষ, সঙ্গে
যা কিছু ভালো।
(মোরা) মর্ম্ম শোণিতে হাসিতে হাসিতে
তব অভিষেক করিব,
তোমার জ্যোতিঃ করিয়া লক্ষ্য
তোমার পথে চলিব।
তাই সবে "রাখী বন্ধন,"
করেছে বঙ্গ-নন্দন
(তুমি) ঘুচাও জননি! ক্রন্দন করি
উজ্জ্বল, মোদের ললাট কালো।
—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

৮৬

সাবধান! সাবধান!
এসেছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড
রুদ্র দীপ্ত মূর্ত্তিমান্!
ওই শোন তাঁর গরজে কম্বু
অম্বুধি যথা উছলে,
প্রলয় ঝঞ্ঝা ইরম্মদে
মৃত্যু ভীষণ কল্লোলে।

হুঙ্কারে তার গভীর মন্দ্র
কাঁপায় মেদিনী তারকা চন্দ্র,
বিদরে আকাশ স্তব্ধ বাতাস
শিহরি উঠিছে জগৎখান।
ভ্রূকুটী-কুটিল রক্ত-নেত্রে
চিত্রভানু উছলে,
উঠিছে কিরীট গরিমা দীপ্ত,
ভেদিয়া সূর্য্য মণ্ডলে।
অগণিত করে ঝলসে কৃপাণ—
তপ্ত রক্ত করিয়া পান॥
বলদর্পিত চরণ আঘাতে
(আজ) ত্রিভুবন ভীত-কম্পমান।
ত্রিভুবন জুড়ি বিরাট দেহ,
ভেবেছ কি আর পালাবে কেহ,
এখনো চরণে শরণ লহ
নতুবা নাহিরে পরিত্রাণ।
—মুকুন্দ দাস

৮৭

আপন মায়েরে চিনেছি এবার,
লভেছি বিরাম স্থান জুড়াবার,
"মা" বলে ডাকিতে হৃদয়ের দ্বার
চকিতে গিয়াছে খুলিয়া ;
দূরে গেছে ভয় ভাবনা দীনতা,
ঘুচে গেছে লাজ দারুণ হীনতা,
প্রাণের আবেগে দেহের ক্ষীণতা
গিয়াছি সকলে ভুলিয়া।

আপনার দেশে, আপনার ঘরে,
পরবাসী হ'য়ে সঙ্কোচের ভরে,
ছিনু এতকাল মরমেতে ম'রে,
স্থদিন এবার এসেছে ;
ভেদাভেদ আজ ভুলেছি সকলে,
জুটিয়াছি সব দলে দলে দলে—
অচেনা ভা'য়েরে সবে ভাই ব'লে
প্রাণে প্রাণে ভাল বেসেছে।
লভেছি জনম কোন্ মহাকূলে,
এতকাল মোরা গিয়েছিনু ভুলে
উৎসাহে উল্লাসে তাই মাথা তুলে
দাঁড়াতে ছিল না শকতি ;
এক সূত্রে আজি বাঁধা শত প্রাণ,
শত বলে মোরা আজ বলীয়ান্
হৃদয়ের তেজে স্ফুরিত নয়ান
"মা" নামে গভীর ভকতি।
পরের গরবে গর্ব্বিত যে যত,
ছিল এতদিন তারি মাথা তত
লাজে অপমানে আজি অবনত
সন্তাপে হৃদয় দহিছে ;
উদ্দীপিত প্রাণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়,
চিনেছে সে আজ আপনার মায়,
সঁপিয়া হৃদয় জননীর পায়
অত্যাচার শত সহিছে।
ভস্মাকার যত তুষের আগুন,
ধক্ ধক্ আজ জ্বলিছে দ্বিগুণ
যাদুকর যেন করিয়াছে গুণ
প্রাণে প্রাণে এক করিয়া ;

কেটে গেছে মোহ, নাহি অবসাদ,
গগনে ধ্বনিছে শুভ-শঙ্খনাদ,
শত ধারে আজি দেব-আশীর্ব্বাদ
মস্তকে পড়িছে ঝরিয়া।

—অজ্ঞাত

৮৮

তোমার বন্দিনী মূর্ত্তি ফুটিল যখন
দীপ্ত দিবালোকে,
সহস্র ভায়ের প্রাণ উঠিল শিহরি'
ঘৃণা লজ্জা শোকে!
পবিত্র বন্দন মন্ত্রে কম্পিত বাঙ্গলা
দূর আর্য্য-ভূমি!
মুক্তকণ্ঠে-যুক্তকরে ডাকিছে তোমায়,
হে লজ্জাবারিণি!
সাধনার ধন তুমি ভারতবাসীর—
সহস্র পীড়নে,
উপবাসে, অনশনে ভোলে নাই তোমা
দুর্ব্বল সন্তানে।
দিব্য মন্ত্রে, দিব্য স্নেহে দাও স্থান আজি,
মন্দিরে তোমার,
যায় যাক্, যাক্ প্রাণ; সে মন্ত্র শুনিয়া
জাগিব আবার।
হিমাচল হ'তে দূর কুমারিকা পার
কাননে প্রান্তরে,
নগরে নগরে ক্ষুদ্র পল্লীতে পল্লীতে—
প্রাসাদে কুটিরে;

কোটি কোটি মৃত প্রাণ, হোমাগ্নির প্রায়—
উঠুক জলিয়া,
মা তোর তাপসী মূর্ত্তি পূজিবে সন্তান
হিয়ারক্ত দিয়া।

—কুসুমকুমারী দাস

৮৯

এসেছে ভারতের নব জাগরণ,
পেয়েছে ভারত নূতন প্রাণ ;
মাতৃমন্ত্রে লয়েছে দীক্ষা·
জগতে করিবে শিক্ষা দান ॥
স্তম্ভিত ক'রে বিশ্বমানবে
শিষ্য করিবে জগৎখান।
কহিছে সে আজ পূর্ণ বারতা
শোন্‌রে সকলে পাতিয়া কাণ ॥
বিরাট ব্যোম ছত্রতলে,
রবি শশী ঐ তাঁরি আঁখি জলে
ইঙ্গিতে যাঁর ত্রিভুবন টলে
এ মরজগতে তিনি গরীয়ান্ ;
অমৃত তিনি শাশ্বত তিনি
তাঁরেই করিব অর্ঘ্যদান।

—মুকুন্দ দাস

৯০

মায়ের ডাকে সব জেগেছে,
যে যার কাজে লেগে গেছে;
তোমরাই মায়ের জাতি, ব'সে থাকবে কি নীরবে।

শক্তিস্বরূপিনী যাঁরা
এ দুর্দ্দিনে কেন তাঁরা,
ভোগবিলাসে মজে মৃতপ্রায় প'ড়ে রবে।
জাগাও সকলে আজি নিদ্রিতা শকতি
তোমাদেরি হাতে মা গো ভারতের মুকতি,
শিখাও সন্তানগণে মাতৃ-ভকতি,
করম-মন্ত্রে দীক্ষিত কর সবে।
বীরসাজে সাজিয়ে দে সন্তানগণে
অবহেলে যেন তারা জয়ী হয় রণে,
অর্ঘ্য দিতে মাতৃ-চরণে
বিস্মিত করি ধরা 'বম্ বম্ হর' রবে।

—মুকুন্দ দাস

## ৯১

দণ্ড দিতে চণ্ডমুণ্ডে এস চণ্ডি! যুগান্তরে,
পাষণ্ড প্রচণ্ড বলে অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে।
হুঙ্কারে আতঙ্কে মরি শঙ্কা নাশ শুভঙ্করি!
এ ব্রহ্মাণ্ড লণ্ডভণ্ড দৈত্যপদ-দন্ত ভরে!
এ যুগে আবার মা গো! দুর্গতি নাশিতে জাগো—
এস নিজে রক্তবীজে নাশ সেই মূর্ত্তি ধ'রে!
এস মা ত্রিতাপহরা! স্তম্ভিত এ বসুন্ধরা,
শুম্ভনিশুম্ভের দম্ভে সর্ব্বনেত্রে অশ্রু ঝরে।
দশদিকে হর-প্রিয়া! দশভুজ প্রসারিয়া—
ভূভার হরণ কর নাশিয়া মহিষাসুরে।
আবার সে রূপ ধরি অবনীতে অবতরি—
'তিষ্ঠ' 'তিষ্ঠ' ব'লে ডাক তেমনি ভীষণ স্বরে।
শুনে ভয়ঙ্কর শব্দ ত্রিভুবন হ'ক স্তব্ধ।
বিশারদ ঐ পদ কাতরে হৃদয়ে স্মরে।

—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

৯২

এস সুদর্শনধারী মুরারি !
অবনত ভারত চাহে তোমারে।
নবীন তন্ত্রে নবীন মন্ত্রে,
কর দীক্ষিত ভারত নরনারী।
মঙ্গল ভৈরব-শঙ্খ-নিনাদে,—
বিচূর্ণ কর সব ভেদ বিবাদে,
সম্মান শৌর্য্যে পৌরুষ বীর্য্যে
কর পূরিত নিপীড়িত ভারত তোমারি।

মুক্ত সমুন্নত পতাকাতলে
মিলাও ভারত সন্তান সকলে ;
নব আশে হিন্দুস্থান ধরুক নূতন তান
এস অরি শোণিতে,—
মেদিনী রঞ্জিতে,
নব বেশে ভীষণ অসি ধরি'
এস ভারত-পাশ-নাশ-কারী।

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

৯৩

দানবনাশিনি !
( ওমা ) শক্তি রূপা শিবরাণি
করি হুহুঙ্কারে মত্ত ধরা
এস মা রণরঙ্গিণি !
দৈত্য অত্যাচারে সভয় অন্তরে,
ডাকিতেছে তব কাতর কিঙ্করে,
ও মা ভবদারা ভক্ত-মনোহরা,
শক্তিহারা মোরা হ'য়ে আছি মা !

নিজের সম্বল পরকে দিয়ে,
শক্তিহারা মোরা হ'য়ে আছি মা !
শক্তি দে, শক্তি দে, ভক্তি দে, শুভ দে,
শ্যামা মা, তারা মা, উমা মা, এস মা—
অন্নের বিহনে মরে অনশনে
তোমার সন্তানে তারা !
অন্নদানে বাঁচাও প্রাণে,
ওমা দুখদৈন্যহরা !
অন্ন দে, অন্নদে ! বর দে, বরদে,
শ্যামা মা, তারা মা, উমা মা, এস মা !
কতকাল সব গো মা এ ভীষণ দুখভার,
চরণে দলিত ভীত পশু সম রব আর,
লাঞ্ছিত ঘৃণিত হ'য়ে স্বাধীনতা হারাইয়ে
ঐ অভয়পদ পাশরিয়ে
ধবলপদ করেছি সার ;
নাশ মা অসুরে আসি,
করে অসি তীক্ষ্ণধার ।
নেচে নেচে এস মা,—
তীক্ষ্ণ অসি ধ'রে এস মা,—করি হুহুঙ্কারে মত্ত ধরা
এস মা রণরঙ্গিণি !
শক্তিদানে বাঁচাও প্রাণে,
ওমা শক্তি স্বরূপিণি !
দানবনাশিনি !

—তারাপ্রসন্ন বসু

৯৪

আর সহে না, সহে না, সহে না জননী, এ যাতনা আর সহে না,
আর নিশিদিন হয়ে শক্তি হীন, পড়ে থাকি প্রাণে চাহে না।
তুমি, মা, অভয়া জননী যাহার, কি ভয় কি ভয় এ ভবে তাহার?
দানব-দলনী ত্রিদিব-নাশিনী, করাল-কৃপাণী তুমি মা!
উর মা আজিকে সে রূপে পরাণে,
ডাকি মা কালিকে, ডাকি মা সঘনে,
নয়নে অশনি জাগাও জননী, নহিলে এ ভয় যাবে না।
উর মা বাহুতে শকতি রূপিনী, উর মা হৃদয়ে ও রণ-রঙ্গিনী!
রিপুকুলমাঝে, সন্তান লয়ে দাঁড়া মা হৃদয়-রমা;
প্রলয় হুঙ্কারে, হর-হৃদি হতে, উঠিয়ে দাঁড়া মা এ ভারত মাঝে
শোণিত তরঙ্গে মাতি রণ রঙ্গে, মা ভৈঃ বাণী আজ শোনা মা।
নৃমুণ্ডমালিনী, তুই মা কল্যাণী, তুই শিবে শিবমনোমোহিনী!
বিনা তোর কৃপা, বিনা তোর কৃপাণ, এ ভারত-বন্ধন ঘোচে না।

—বিপিনচন্দ্র পাল

৯৫

শ্মশান ত ভালবাসিস্ মাগো,
তবে কেন ছেড়ে গেলি?
এত বড় বিরাট শ্মশান এ জগতে কোথা পেলি?
দেখ্‌সে হেথা কি হয়েছে
ত্রিশ কোটি শব পড়ে আছে
কত ভূত বেতালে নাচে, বঙ্গ-ভঙ্গে করে কেলি।
ভূত পিশাচ তাল বেতাল
নাচে আর বাজায় গাল,
সঙ্গে ধায় ফেরু-পাল এটা ধরি ওটা ফেলি।
আয় না হেথা নাচবি শ্যামা
শব হয়ে শিব পা ছুঁয়ে মা,
জগৎ জুড়ে বাজবে দামা দেখ্‌বে জগৎ নয়ন মেলি।

—অশ্বিনীকুমার দত্ত

৯৬

আজি মা গো খুলে রাখো মণিময় হার,
গলে পর নরমুণ্ডমালা,
ভয়ঙ্করী নীল ঘোরা শ্যামাঙ্গিনী কালী,
সাজ তুমি কপালকুণ্ডলা !
করে লহ ক্ষিপ্ত অসি ফেলে হেম বাঁশি,
দৈত্য বধি' রক্ত পান কর মা গো আসি !
শুভদে বরদে শ্যামা, শুভঙ্করী কালী,
সন্তানের শিরে তুলি' কলঙ্কের ডালি ;
কেমনে মা সহি আছ এতদিন সুখে
দানবের পদাঘাত শত শেল বুকে ?
তুচ্ছ মোর এ শোণিত দিতেছি হে ঢালি'
আজি মা গো, সাজো তুমি শ্মশানের কালী ।

—হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

৯৭

অয়ি শ্যামা জননী আমাদের তুমি
আর কারো নহ নহ গো ।
লাঞ্ছিত নত নন্দনগণে
বক্ষে টানিয়া লহ গো !
কোকিল কূজিত কুসুম কুঞ্জ, নর কঙ্কাল পূর্ণ,
গৌরব মণি মুকুট তব দানব দলনে চূর্ণ !
তবু কি নিদ্রা ভাঙ্গিবে না অয়ি !
শকতিরূপিনী কল্যাণময়ী ;
কার অভিশাপে বল গো জননী
শৃঙ্খলভার বহ গো ?

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

৯৮

আমায় দে মা অসি !

সন্তানে অক্ষম ভেবে বল আর কত সবে ?
অধোবদনে কেন নীরবে বসি ?
আমায় দে মা অসি !
গাণ্ডীব ধরেছিলি যে হাতে মা অতীতে,
শৃঙ্খল-কিঙ্কিণী (মা গো) বাজে আজি সে হাতে,
সন্তানের শিরাতে এক বিন্দু থাকিতে
অধোবদনে কেন নীরবে বসি ?
আমায় দে মা অসি !

হাত হ'তে ( তোর ) অন্নপূর্ণে, অন্নভাণ্ড কাড়িল,
অন্নাভাবে হাহাকারে কোটি কোটি মরিল,
পেটের দায়ে ছুটিতে ধর্ম্মে কর্ম্মে হটিতে
গোলামী কি নিতে হবে ধূলাতে মিশি ?
আমায় দে মা অসি !

গুরু-গুরু দূরে ওই রণবাদ্য বাজিছে,
মহাকাল ইঙ্গিতে (মা গো) রণক্ষেত্রে ডাকিছে।
কালী ওই রণমাঝে নব যুগে নব সাজে
বাজিবে রুধির-পূত ভারতে আসি ;
আমায় দে মা অসি !

তোল তোল ( মা ) আঁখি বিজলী ছুটিবে তায়,
কোটি কোটি সূর্য্য তবে খড়্গে ঝলসি যায়,
সন্তানে অক্ষম ভেবে বল আর কত সবে
অধোবদনে কেন নীরবে বসি' ?
আমায় দে মা অসি !

—দেবব্রত বসু

৯৯

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান ॥
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান ॥
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান ॥
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০০

আপনার মান রাখিতে জননি !
আপনি কৃপাণ ধর্ গো !
পরিহরি চারু কনকভূষণ.
গৈরিক বাস পর গো !
আমরা তোদের কোটি কুসন্তান,
গিয়াছি ভুলিয়া আত্ম-অভিমান,
করে সব পিশাচে তোদের অপমান,
তাও নেহারি' নীরবে সহি গো !
তবু কি গো তোরা আমাদের পানে,
রহিবি চাহিয়া করুণ নয়নে,
আপনি ছিঁড়িয়া আপন বন্ধনে,
আপনার লাজ হর গো !
এলাইয়ে দাও কুটিল কুন্তল,
জ্বাল মা হৃদয়ে প্রতিহিংসানল,
নয়নের কোণে লুকায়ে গরল,
মরণে বরণ করিয়া লও গো !

ঐ শোন বাজে বিধাতার ভেরী,
বাঁধি' কটিতটে সুশাণিত ছুরি,
দানবদলনী সাজ গো জননি !
বাঙ্গালিনী বেশ ছাড় গো !
তোদের তপ্ত শোণিত পরশে,
পিশাচ-পীড়িত ভারতবরষে,
জাগুক্ আবার যত কুলাঙ্গার
আজিও সুখে ঘুমায়ে রয় ।
শুনিয়া তোদের ভৈরব হুঙ্কার,
নিখিল চমকি' উঠুক আবার,
বিমল পুণ্যে মোদের দৈন্যে
কর গো ধৌত কর গো !
—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

১০১

ওরা শিশুর রক্ত চায় গো
ওরা শিশুর রক্ত চায় !
পরীক্ষা আজ বিষম অতি
ও মোর দেশের পদ্মাবতি !
ছেলে বলির সমারোহে আয় মা, ছুটে আয় !
কান্নাকাটি রাখ মা দূরে
ওসব হবে অন্তঃপুরে,
রণাঙ্গণে মাতঙ্গিনীর বেশ তুলে দে গায় !
ওরা শিশুর রক্ত চায় গো ওরা শিশুর রক্ত চায় !
ওরা শিশুর রক্ত চায় গো
ওরা শিশুর রক্ত চায় !

একটা ছেলে দিবি বলি,
উঠ্‌বে শত মৃত্যু ঠেলি,
দেখ্‌ব এবার কত খেয়ে ওরা তৃপ্তি পায়!
জানিস্ তো মা আগাগোড়া,
রক্তবীজের বংশ মোরা,
রক্ত ফুটে লক্ষ হব ধ্বংস সাধনায়!
ওরা কত রক্ত চায় গো,
দেখ্‌ব, কত রক্ত চায়।

—কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

## ১০২

কে কি আনিয়াছ, বল গো ভগিনী,
জননীর পদে করিতে দান?
কে কি মন্ত্রে আজ হইবে দীক্ষিতা,
কে কি বীরগাথা করিবে গান?
তোমাদের ভেরী ভারতে বাজিলে,
ভৈরব-নিনাদে প্রতিধ্বনি হবে;
তোমাদের মুখে বীরকথা শুনে,
পতি, পুত্র, ভ্রাতা প্রমত্ত হবে।
দেশে দেশে যারা দিত ভাসাইয়া,
স্নেহের প্রতিমা সাগর-জলে;
জলন্ত চিতায় করি আরোহণ
স্বামীর সঙ্গিনী ছিল সে কালে।
সেই দেব-বংশে জনম মোদের,
অসাধ্য সাধিব দেশের লাগি;
মৃদু নারীদেহে পাষাণ বাঁধিব,
বিদ্যুৎ চমকি উঠিবে জাগি!

মোটা দেশী বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিয়া,
কাঙ্গালিনী বেশ করিব পণ ;
লুপ্তকীর্তি মা'র করিতে উদ্ধার,
সঁপিব সকলে পরাণ মন।
নব অনুরাগে এস তবে বোন,
প্রতিজ্ঞা করিব সকলে আজ,
ছুঁইব না আর বিলাতী বিলাস
পরিব না আর বিলাতী সাজ।
এলোকেশী বেশে যাব দেশে দেশে,
ধর্ম্মের কৃপাণ করিয়া সাথ ;
নবীন তপস্যা নবীন আশায়,
মাতিয়া থাকিব দিবস রাত।

—অজ্ঞাত

## ১০৩

না জাগিলে সব ভারত-ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না!
অতএব জাগো, জাগো গো ভগিনী,
হও "বীর-জায়া, বীর-প্রসবিনী"।
শুনাও সন্তানে শুনাও তখনি,
বীর-গুণ-গাথা, বিক্রম কাহিনী,
স্তন্যদুগ্ধ যবে পিয়াও জননী ;
বীরগর্বে তার নাচুক ধমনী।
তোরা না করিলে এ মহা সাধনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।

—দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

## ১০৪

সেথা, গিয়াছেন তিনি সমরে, আনিতে জয়-গৌরব জিনি।
সেথা গিয়াছেন তিনি মহা আহ্বানে—
মানের চরণে প্রাণ বলিদানে
মথিতে অমর মরণ সিন্ধু সেথা গিয়াছেন তিনি।

সেথা, গিয়াছেন তিনি করিতে রক্ষা শত্রুর নিমন্ত্রণে ;
সেথা বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি হয়,
খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়,
ভ্রূকুটির সনে গর্জন মিশে, রক্ত রক্ত সনে।

সেথা, নাহি অনুনয় নাহি পলায়ন—সে ভীম সমর মাঝে ;
সেথা, রুধির রক্ত অসিত অঙ্গে
মৃত্যু নৃত্য করিছে রঙ্গে,
গভীর আর্তনাদের সঙ্গে বিজয় বাদ্য বাজে।

সেথা, গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা ;
হেথা, হয়ত ফিরিতে জিনিয়া সমর,
হয়ত মরিয়া হইতে অমর,
সে মহিমা ক্রোড়ে ধরিয়া হাসিয়া তুমিও মরিবে বালা।

সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির ;—
উঠ বীরজায়া বাঁধ কুন্তল মুছায়ে অশ্রুনীর।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১০৫

দ্বাপরেতে এসেছিলে কংসরাজার কারাগারে,
ধরা যখন ধৈর্য্য হারা অবিচারে অত্যাচারে,
ধর্ম্ম যখন মর্ম্মাহত
পাপে ধরা অবনত,
জন্ম নিলে মানুষরূপে দুঃখ নিশার অন্ধকারে।
আবার কি গো এলে তুমি,
ধন্য ক'রে পুণ্য ভূমি,
আর্ত্তজনের রোদন শুনি নীরবে নয়ন ঝরে।
এসো তবে হে সারথি !
( মোদের ) মনোরথে হও হে রথী,
ধন্য করো জীবন মোদের এবার নব যুগান্তরে।

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

১০৬

আজিও তোমারে ভুলিতে পারিনি
বীর প্রফুল্ল চাকী !
(তুমি) জীবনের পথে নব অভিযানে
গিয়াছ সবারে ডাকি'।
তব পবিত্র সুকঠোর দেহ
স্পর্শিতে কভু পারে নাই কেহ
নিজ হাতে দিলে পরাণ আহুতি,
বন্ধন-লাজ ঢাকি।
এক সাথে আজ লওহে প্রণাম,
তুমি আর ক্ষুদিরাম,
ইতিহাস আজ ধন্য যে হ'ল,
লিখে তোমাদেরি নাম ;
একা গেছ তবু শত প্রফুল্ল
বাঙ্গলায় গেছ রাখি।

—নির্ম্মল রায়

১০৭

ক্ষুদিরাম তুমি দিয়েছিলে প্রাণ
বাঙলারে ভালবাসি।
হাসিতে হাসিতে মরণ-মঞ্চে
গলায় পরিলে ফাঁসি।
তোমার সাহসে সাহসী হইয়া
কতজনে দিল প্রাণ ;
চেয়েছিল তারা দাস-জীবনের
চিরতরে অবসান ;
তারা ভুলে নাই জননী তাদের
পরের দুয়ারে দাসী।
যে আগুন তুমি জ্বেলে দিয়েছিলে
বাঙলার ঘরে ঘরে,
সে আগুনে দেশ পুড়ে হ'লো সোনা
অভয়া মায়ের বরে ;
(আজি) মুক্তি-তোরণে দাঁড়াইয়া তুমি
মুখে তব সেই হাসি।

—তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

১০৮

পুণ্যভূমির সন্তান বীর
আবার আসিও ফিরে!
হে অমর নব সন্ন্যাসী তব
গৌরব গাথা হবে না নীরব,
কালের বিষাণ গাহিয়ে সে গান,
জাগাবে আবার ধীরে ;
চিতার আগুন জ্বলিবে দ্বিগুণ,
আবার আসিও ফিরে।

বিস্ময়ে চাহি' দেখিছে বিশ্ব
অভূতপূর্ব্ব নবীন দৃশ্য,
কর্ম্মক্ষেত্র আকুল নেত্র
ঢালিতেছে ধীরে ধীরে।
বহ্নি জ্বালায়ে গেলে কি পালায়ে
আবার আসিও ফিরে।

অপূর্ণ নরজনমের সাধ,
বহে বুকভরা তীব্র বিষাদ
যৌবন নব স্তব্ধ নীরব,
প্রেতদল ছিল ঘিরে।
হইলে মুক্ত বিজয় যুক্ত
আবার আসিও ফিরে।

সতীর্থ দল রহিল জাগিয়া
শ্মশান বক্ষে সাধনা লাগিয়া,
গৌরব-ভরা কীর্ত্তি-পসরা
রাখিয়া গঙ্গা তীরে।
ঊর্দ্ধ অক্ষি রয়েছে লক্ষি'
আবার আসিও ফিরে।

দৈন্য দুঃখ বক্ষে চাপিয়া
কেঁদেছ কেবল পরের লাগিয়া
দূরিতে দুঃখ সাধন মুখ্য
বিশ্বাস নিজ শিরে।
পুণ্যভূমির সন্তান বীর
আবার আসিও ফিরে।

নব জীবনের পুণ্য প্রভাত
প্রতি বুকে বুকে ঘাত প্রতিঘাত
বক্ষে ধরিয়া বজ্র চাপিয়া
মুছিয়া নয়ন নীরে,
জেগেছে সকল সন্তান দল
আবার আসিও ফিরে।
—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১০৯

না হইতে মা গো বোধন তোমার
ভেঙেছে রাক্ষস মঙ্গল-ঘট,
জাগো রণচণ্ডী! জাগো মা আমার!
আবার পূজিব চরণ-তট।
অগুরু চন্দন ধূলায় ধূসর
ভূমিতে লুটায় চামর চাঁচর
মঙ্গলশিখা গিয়াছে নিভিয়া
হল না বুঝি মা পূজন তোমার?
ভেঙেছে রাক্ষস মঙ্গল-ঘট।
ঐ গঙ্গাজল রয়েছে পড়িয়া
জবা বিল্বদল গেল শুকাইয়া,
পূজার সময় যায় যে বহিয়া—
জাগো মা আমার! সময় নিকট।
দৈত্য-তেজ নাহি করি পরাভব
বিজয়-শঙ্খ কেন মা নীরব?
হুঙ্কারে বিনাশ প্রচণ্ড দানব,
অট্ট অট্ট হাসে হাস মা বিকট।

এস রণচণ্ডি ! এস রণসাজে,
এস মা, নাচিয়া সন্তানের মাঝে ;
মহাশক্তি হৃদে করিয়া প্রচার,
শিখাও জননি ! সমর উৎকট ।
নরমুণ্ড ছিঁড়ে পরাইব গলে,
সর্ব্বাঙ্গেতে তোমায় সাজাব কঙ্কালে
রক্তাম্বুধি আজ করিয়া মন্থন
তুলিয়া আনিব "স্বাধীনতা" ধন ।
জাগো রণচণ্ডি ! জাগো মা আমার
পূজিব আবার চরণ তট ॥

—ক্ষীরোদ গঙ্গোপাধ্যায়

১১০

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে,
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে ?
আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,—
পরাধীন—হা বিধাতঃ ! আবদ্ধ শৃঙ্খলে ;
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে ? কে কবে মোরে ? জানিব কি মতে ?
বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল, কি পাপে মোরা কে কবে আমারে ?
রে কাল্ ! পূরিবি কি রে পুন নব-রসে
রস-শূন্য দেহ তুই ? অমৃত আসবে
চেতাইবি মৃতকল্পে ? পুন কি হরষে,
শুক্লকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে ?

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

## ১১১

তাই ভালো, মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত—
মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব
মা'র বাগানের কলার পাত।
ভিক্ষার চালে কাজ নাই সে বড় অপমান,
মোটা হ'ক সে সোনা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান,
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান।
মিহি কাপড় প'রবো না আর যেচে পরের কাছে,
মায়ের ঘরের মোটা কাপড় প'রলে কেমন সাজে,
দ্যাখ্‌ত, প'রলে কেমন সাজে!
ও ভাই চাষী, ও ভাই তাঁতি, আজকে সুপ্রভাত,
ক'সে লাঙ্গল ধর ভাইরে, ক'সে চালাও তাঁত।
ক'সে চালাও তাঁত।

—রজনীকান্ত সেন

## ১১২

যাব না, আর যাব না ভিক্ষা নিতে পরের দোরে ;
যা আছে অশন বসন, তাই খাব, তাই থাক্‌ব প'রে।
স্তন্যদুগ্ধ-ধারা তোমার ব্রহ্মপুত্র গঙ্গানদী
ওরই মিষ্ট রসে পুষ্ট মোদের তনু নিরবধি ;
( সেই ) সুধা ফেলে ক্ষুধায় মরি প'ড়ে মিছে ধাঁধার ঘোরে।
দাও গো গাছের বাকল তুলে, তাই পরিব হাসিমুখে,
মোরা দুঃখী মোরা সুখী ও মা! তোমার দুখে সুখে।
পরের বসন প'রে এখন লাজ ঢাকিতে লজ্জা করে।
তোমার ভাঁড়ার শূন্য নহে, অন্নপূর্ণা বিশ্বরমা!
( তবু ) ঝুলি কাঁধে বেড়াই কেঁদে, জাত গেল—পেট ভরিল না।
মান বাঁচাতে মনের ভুলে অপমানে যাচ্ছি মরে।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

## ১১৩

বল বল বল সবে, শত-বীণা-বেণু রবে,
ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্ম্মে মহান হবে, কর্ম্মে মহান হবে,
নব দিনমনি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।
আজও গিরিরাজ রহেছে প্রহরী ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী,
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী,—এখনও অমৃত বাহিনী।
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা বন, প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন,
কহিছে গৌরবকাহিনী।
বিদূষী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র-প্রসূতি,—আমরা তাঁদেরই সন্ততি।
অনলে দহিয়া রাখে যারা মান, পতিপুত্র তরে সুখে ত্যজে প্রাণ,
আমরা তাদেরই সন্ততি।
ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা, অহিংসার বাণী উঠেছিল যেথা;
নানক নিমাই করেছিল ভাই সকল ভারত-নন্দনে।
ভুলি ধর্ম্মদ্বেষ জাতি-অভিমান ত্রিশ কোটি দেহ হবে এক প্রাণ,
এক-জাতি প্রেম-বন্ধনে।
মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে, ঋষি রাজকুল জন্মেনি(ক) মিছে,
তুদিনের তরে হীনতা সহিছে—জাগিবে আবার জাগিবে।
আসিবে শিল্প ধন বাণিজ্য, আসিবে বিদ্যা বিনয় বীর্য,
আসিবে আবার আসিবে।
এস হে কৃষক কুটীর নিবাসী, এস অনার্য গিরি বনবাসী,
এস হে সংসারী, এস হে সন্ন্যাসী, মিল' হে মায়ের চরণে।
এস অবনত এস হে শিক্ষিত, পর-হিত-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত,
মিল' হে মায়ের চরণে।
এস হে হিন্দু, এস মুসলমান, এস হে পারসী, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান,
মিল' হে মায়ের চরণে।
বল বল বল সবে—

—অতুলপ্রসাদ সেন

## ১১৪

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই!
দীন দুঃখিনী, মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
সেই মোটা সুতার সঙ্গে মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই;
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।
ওই দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই;
তবু তাই বেচে, কাচ, সাবান, মোজা
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয়রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা করবো, ভাই
পরের জিনিস কিনবো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

—রজনীকান্ত সেন

## ১১৫

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,
হও উন্নত শির—নাহি ভয়।
ভুলি' ভেদাভেদ-জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান—হবে জয়।
নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান,
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান,
জগজন মানিবে বিস্ময়!

তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ,
হতে পারি দীন তবু নহি মোরা হীন,
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন—
ঐ দেখ প্রভাত উদয় !
ন্যায় বিরাজিত যাদের করে,
বিঘ্ন পরাজিত যাদের শরে
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে,
সত্যের নাহি পরাজয়।

—অতুলপ্রসাদ সেন

## ১১৬

আজি তব ভগ্ন দেবালয়ে হোমানল
ভাল করি জ্বাল, ওগো তাপস মহান্ !
বাজাও তোমার শঙ্খ, বাজাও বিষাণ,
তারস্বরে কর উচ্চারণ অনর্গল
বীজমন্ত্র তব ! এসেছি আমরা আজ
ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, বালবৃদ্ধ, যুবা নারী
তব ভক্তদল ;—দাও দীক্ষা, দাও সাজ
বৈরাগ্যের পবিত্র গৈরিক, ব্রহ্মচারী
আজি হতে মোরা ; লভি নবজীবনের
দ্বিজত্ব নবীন ! শূদ্রে বিপ্রে স্ত্রী-পুরুষে,
দাও কণ্ঠে যজ্ঞ-উপবীত সকলের
নির্ব্বিচারে। আজি এই মঙ্গল প্রত্যূষে
তব যজ্ঞকুণ্ড হ'তে, যজ্ঞানল লয়ে
গৃহে ফিরি যাই সবে অগ্নি-হোত্রী হ'য়ে।

—সু

১১৭

শাসন-সংযত-কণ্ঠ জননি !
　　　গাহিতে পারি না গান,
( তাই ) মরম-বেদনা লুকাই মরমে
　　　আঁধারে ঢাকি মা প্রাণ।
সহি প্রতিদিন কোটি অত্যাচার,
কোটি পদাঘাত কোটি অবিচার,
তবু হাসি মুখে বলি বার বার,
　　　সুখী কেবা আর মোদের সমান।
বিনা অপরাধে অস্ত্রহীন করো
অন্নাভাবে অতি শীর্ণ কলেবর,
তবু আশেপাশে শত গুপ্তচর,
　　　প্রতি পলে লয় মোদের সন্ধান।
শোষণে শূন্য কমলা-ভাণ্ডার,
গৃহে গৃহে মর্মভেদী হাহাকার,
যে বলে একথা অপরাধ তার,
　　　হায় ! হায় ! একি কঠোর বিধান !
না জানি জননি ! কতদিন আর,
নীরবে সহিবে হেন অত্যাচার,
উঠিবে কি কভু বাজিয়ে আবার,
　　　স্বাধীন ভারতে বিজয় বিষাণ ?

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

## ১১৮

মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি ভালোবাসা।
কি যাদু বাংলা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।
ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা আন্‌ল দেশে ভক্তি ধারা—
আছে কই এমন ভাষা এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা?
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন—
ওই ফুলেরি মধুর রসে বাঁধল সুখে মধুর বাসা।
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে আন্‌ল মালা জগৎ জিনে!—
তোমার চরণ তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া-আসা।
ওই ভাষাতেই প্রথম বোলে ডাকৃনু মায়ে 'মা' 'মা' বলে,
ওই ভাষাতেই বলব 'হরি' সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা।

—অতুলপ্রসাদ সেন

## ১১৯

আবার বাজিত মোহন বাঁশরী,
যমুনা বুঝি বা যেত উজান,
আবার তুলিত কুঞ্জ বিপিনে,
বুঝিবা বিহগী মধুর তান।
উঠিত ফুলিয়া ভারত-রক্ত
নাচিত গরবে জননী-ভক্ত,
বাহু-প্রসারণে হইত শক্ত,
লইত আপন করম ভার।
ঢালিত প্রকৃতি প্রাণ-প্রবাহে
শান্তি সরস অজেয় প্রাণ।
হইত মায়ের করুণা-পাত্র,
লভিত আপন করম-ক্ষেত্র,
ধরিত বাহুতে করম-সূত্র
দিত অনায়াসে আপন প্রাণ।

উঠিত আবার নিন্দুক মুখে
জয় সুখাবহ সুযশ গান।
সে নীল গগনে সুধা বরষিত,
সে বিধু তারকা গরবে হাসিত,
বিজয়-পতাকা মলয়ে খেলিত,
শিখরী বহিত শোণিত-ধার।
খেলিত বরষা কুলিশ বরষি'
রাখিত ভারত গরব মান।

—মুকুন্দ দাস

১২০

কদম কদম বঢ়ায়ে জা,
খুশীসে গীত গায়ে জা।
য়ে জিন্দগী হৈ কোমকী,
'তো' কৌম্ পৈ লুটায়ে জা॥
তু শের-ই-হিন্দ আগে বঢ়,
মরণেসে ফিরভী তু ন ডর।
আসমান তক্ উঠাকে সির,
জোশ-এ বতন বঢ়ায়ে জা॥
তেরী হিম্মত বঢ়তী রহে,
খুদা তেরী সুনতা রহে।
জো সামনে তেরে চঢ়ে
তো খাক্‌সে মিলায়ে জা॥
চলো দেহ্‌লী পুকারকে,
কৌমী নিশান সম্‌হালকে।
লাল কিল্লে পৈ গাড়কে,
লহ্‌রায়ে জা, লহ্‌রায়ে জা॥

---

অতুলপ্রসাদ সেনের গান তিনটি ( সংখ্যক ১১৩, ১১৫ ও ১১৮ )
সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সৌজন্যে মুদ্রিত হইল।

# প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী


অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর সন্তানে ৮৭
অয়ি ! ভুবনমনোমোহিনী ৩৬
অয়ি ! শ্যামা জননি ! ১১৬
আকাশ পরশী গিরি ১২৭
আগে চল্, আগে চল্, ভাই ৮৩
আজ আয় আয় ভাই সব মিলে ৮৪
আজ প্রভাতে আলোর ধারায় ৪৬
আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে ৫৪
আজিও তোমারে ভুলিতে পারিনি ১২৩
আজি তব ভগ্ন দেবালয়ে ১৩১
আজি নূতন প্রাণে নূতন টানে ১০২
আজি মা গো ! খুলে রাখো ১১৬
আপন মায়েরে চিনেছি এবার ১০৮
আপনার মান রাখিতে জননি ! ১১৮
আপনি অবশ হলি, তবে ৬৮
আবার আসিও ফিরে ১২৪
আবার বাজিত মোহন বাঁশরী ১৩৩
আবার যখন গান ধরেছি ১০৪
আমরা কি এতই ছোট ১০০
( আমরা ) মায়ের ছেলে ৯৯
আমরা যা করছি তা করবই ৯৪
আমরা সব মায়ের ছেলে ৯৪
আমাদের যাত্রা হ'ল স্বরু ৯০
আমার সোনার বাংলা, ৫২
আমায় দে মা ! অসি ১১৭
(ও) আমার দেশের মাটি ৫৬
আমি ভয় করব না ১০৩
আমি মরণ আজিকে বরণ করিব ৯৯
আয়, আজি আয়, মরিবি কে ৯৭
আর আমরা পরের মাকে ১০১
আর সহে না, সহে না ১১৫
আসিয়াছি আজি জাগিয়া প্রভাতে ৯২
উজল কমল-কোমল রাজীব ৬১
এ জগতে যদি বাঁচিবি ৭৮
এই শিকল-পরা ছল ১০৬
একবার গাল ভরা মা ডাকে ৬৭
একবার তোরা মা বলিয়া ডাক ৭৫
এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন ১০০
এখন আর দেরী নয় ধরগো তোরা ৬৪
এতদিন পরে, জননীরে যবে ৭৬
এলে কি কমলা ১০৭
এস মা ভারত জননী আবার ৪২
এস সুদর্শনধারী মুরারি ১১৩
এস সোনার বরণ রাণী গো, ৫৯
এসেছে ভারতের নব জাগরণ ১১১
ও আমার দেশের মাটি ৫৬
ও মা আমার জন্মভূমি ৫৫
ওরা শিশুর রক্ত চায় গো ১১৯
ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস্ ৭৮
কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে যা ১৩৪
কারার এ লৌহ কবাট ৮৪
কে আছ মায়ের মুখ পানে চেয়ে ৬৩
কে আমারে দিল দোলা ৪৩
কে কি আনিয়াছ বলগো ভগিনী ১২০
কে ডাকে ঐ শোন্‌রে বধির ৮১
কে বলে তোমায় কাঙ্গালিনী ৪৯
কোন্ দেশের উত্তরের সীমায় ৪৭
ক্ষুদিরাম তুমি দিয়েছিলে প্রাণ ১২৪
ঘুচাতে তোমার দৈন্য ১০৫
চল্‌রে চল্ সবে ভারত সন্তান ৭৩
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে ভাই ৭০
জগৎ মাঝারে শ্রেষ্ঠ তীর্থ ৫৭

জননী আমার, জননী আমার ৩৮
জয়তু জয়তু মাতঃ ভারত লক্ষ্মী ৫১
জাগ্‌তে হবে, উঠ্‌তে হবে ১০৩
জাগো জাগো ভারত মাতা ৫৭
(দেবী) জীবন তুচ্ছ করিতে শিখাও ৮৭
জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ-অনল ৮৬
ডাকিছে জননী দাঁড়ায়ে শিয়রে ৭৪
তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী ৪২
তাই ভালো, মোদের ১২৮
তুই মা মোদের জগৎ আলো ৫৪
তুমি যদি হ'তে ব্যর্থ ৬১
তোমার বন্দিনী মূর্ত্তি ফুটিল যখন ১১০
তোমারই তরে মা, সঁপিনু (এ) দেহ ৯৮
তোর আপন জনে ছাড়্‌বে তোরে ৭০
দণ্ড দিতে চণ্ড মুণ্ডে ১১২
দানবনাশিনি ! ১১৩
দেবী, জীবন তুচ্ছ করিতে শিখাও ৮৭
দ্বাপরেতে এসেছিলে ১২৩
ধন-ধান্য-পুষ্প ভরা ৫৩
না জাগিলে সব ভারত-ললনা ১২১
না হইতে মা গো ১২৬
নীল নির্ম্মল সিন্ধু মন্থনে ৪৮
পুণ্য ভূমির সন্তান বীর ১২৪
বঙ্গ আমার ! জননী আমার ! ৫০
বন্দি তোমায় ভারত জননী ৩৭
বন্দে মাতরম্ ৩৫
'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র গ্রহণে ৮[illegible]
বল বল বল সবে ১২৯
বাংলা দেশের রূপের আভায় ৬০
বাংলার মাটি, বাংলার জল ১১৮
বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, ৭৩
ভারত আমার, ভারত আমার ৪০
মা গো, যায় যাবে জীবন চলে, ৯৫
মায়ের ডাকে সব জেগেছে ১১১
মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় ১৩০
মুক্তি মোদের পরাণ বঁধু ৯৩
মেরা সোনেকা হিন্দুস্থান ৬৩
মোদের গরব মোদের আশা ১৩৩
যদি তোর ডাক শুনে ৭১
যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না ৬৬
যাবনা, আর যাবনা ১২৮
যায় যাবে জীবন চ'লে ৯৫
যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক ১০১
যে দিন সুনীল জলধি হইতে ৩৭
যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু ৯২
রেখে দাও রেখে দাও প্রেমগীত ৮২
লক্ষ প্রাণের দুঃখ যদি ৬৬
শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত মোরা ৮৮
শাসন-সংযত কণ্ঠ জননি ১৩২
শুভ কর্ম্মপথে ধর নির্ভয় গান ৬৭
শ্মশান ত ভালবাসিস্ মাগো ১১৫
সাবধান ! সাবধান ! ১০৭
সার্থক জনম আমার ৫০
সেই ত রয়েছ মা তুমি, ৪৫
সেথা, গিয়াছেন তিনি সমরে ১২২
সুজলাং সুফলাং ৩৫
( আমার ) সোনার বাংলা ৫২
স্বদেশ আমার, জননী আমার ৪৪
[illegible] আমার ! নাহি করি দরশন ৫৮
স্বদেশের ধূলি স্বর্ণ রেণু বলি' ৬৫
হও ধরমেতে ধীর ১৩০
হতাশ হ'য়ো না প্রাণে ৬৯
হবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা ৮১
হিন্দু মুসলমান [illegible] এক প্রাণ ৭২